সংঘাত

(নাটক)

শ্রীসুনীল বসু

—: সোল এজেন্ট :—

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড্

২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুবোধ কুমার পালিত
১২ কাশী বসু লেন, কলিঃ-৬
আগষ্ট, ১৯৫৩।

মুদ্রাকর : শ্রীসুধীর কুমার বসু
বান্ধব প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৮৫ ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

৺মঞ্জিমার উদ্দেশে -

—যুগ যুগ ধ'রে ত্যাগকে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের আর অধ্যাত্ম-বোধের মাপকাঠি ক'রে দেখা হয়েছে, তা'তে একদল মানুষের সুবিধেই হ'য়েছে—কিন্তু সাধারণের হ'য়েছে ক্ষতি। ত্যাগ এক জিনিস—আত্মপ্রবঞ্চনা আর। সুবিধাবাদীর দল ত্যাগের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে এতাবৎ মানুষকে আত্মপ্রবঞ্চনার পথটাই দেখিয়ে দিয়েছে—তা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পথ হ'য়ে গেছে রুদ্ধ। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের দুর্বলতায় তা-ই মেনে নিয়েছে। এই নাটকে প্রধানত সেই সংস্কারগত দুর্বলতাকে আঘাত করা হ'য়েছে।

নাটকের তিনটি চরিত্র 'সুরদাস', 'সূর্যকিরণ' ও 'মাধুরী' সম্পর্কে কিছু ব'লতে চাই।

সুরদাস সক্রিয় চরিত্র না হ'লেও ওর একটা বিশেষ স্থান আছে। নাটকের সংঘাতে সুরদাস সিনথেসিস্ অবশ্যই নয়। পৃথিবীর অগণিত মানুষের মাঝে সুরদাসের মত মানুষ ব্যতিক্রম। ওরা বাঁধনছাড়া - বাঁধনহারা। মাটির মানুষের প্রতিনিধি ওরা নয়—ওরা ওদের নিজস্ব। এই নাটকের পটভূমিকায় সুরদাস যেন একটি ব্যস্ততায়-ভরা-বাস-করার ঘরের একটি নিভৃত বাতায়ন—যার প্রান্তে দাঁড়ালে আকাশের চাঁদ দেখা যায়—একটু আত্মস্থ হওয়ার বাসনা জাগে। তবে চাঁদের রাজ্যে বাসা বাঁধার অনুপ্রেরণার জন্যে নয়।

সূর্যকিবন জটিল মানুষ—দানব নয়। মানুষের প্রতি তার প্রগাঢ় দরদ আছে—মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি তার সমবেদনা আছে। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের ঘেরাটোপে মানুষ নিজেদের আবদ্ধ ক'রে রেখে নিজেরাই ঐ দুঃখ দুর্দশাকে আমন্ত্রণ ক'রেছে ব'লে তাদেব প্রতি সূর্যকিরণেব গভীর রোষ। তাই অবজ্ঞার অভিব্যক্তি দিয়ে সে এক অদ্ভুত ভালবাসা প্রকাশ করে। আপাতঃদৃষ্টিতে সে নিষ্ঠুব—কিন্তু নিষ্ঠুরতাব মূলে এক বিরাট হৃদয়বত্তা লুকিয়ে আছে। সেক্‌সপীয়াবের ভাষায় সে ব'লতে পাবে, "আই মাষ্ট্ বি ক্রুয়েল্ ওন্‌লি টু বি কাইণ্ড্"।

নাটকের ঘটনা প্রবাহে মাধুরীব আশ্রম জীবন যাপনেব প্রয়াস ও সংকল্প নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ শিশুকাল থেকে সে ধর্মপরায়ণ পিতা ও তাঁর গুরু স্বামীজীর সান্নিধ্যে বর্ধিত হ'য়েছে। তাব ভেতর এক প্রবল ব্যক্তিত্ব সংগোপনে পথ খুঁজছিলো মাথা তুলে দাঁড়াবার। তাব জীবনেব ব্যক্তিগত ব্যর্থতা সে-পথ সুপ্রশস্ত কবে দিল।

"সবকাব" চবিত্রটি মঞ্চে তোত্‌লা রূপে অভিনীত হ'লে নাটকের প্রচুব রসবৃদ্ধি হবে।

তারপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার। —বন্ধুবর শ্রীগৌতম মুখোপাধ্যায় নাট্য রচনায় যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন ও তারই পরিচালনায় I. C. A. (ইণ্ডিয়ান্ কাল্‌চারাল্ এসোসিয়েসন্) কর্তৃক ১৬ই জুন ১৯৫২ করিন্থিয়ান রংগমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাটকের গান দুটি রচনা ক'রেছেন গীতিকবি বন্ধু শ্রীসুনীল দত্ত ও তিনিই সুর সংযোজনা ক'রেছিলেন অভিনয়ে। নায়ক ও নায়িকার চবিত্রে রূপদান ক'রেছিলেন শ্রীসোমেন বসু ও

শ্রীমতী ঝর্ণা চক্রবর্তী। নাটক রচনায় ও মুদ্রণে উৎসাহ দিয়েছেন শ্রীপ্রতাপবন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী, শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য ও শ্রীসুবোধ পালিত। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, পরিস্থিতির প্রতিকূলতার দরুণ নাটকের মুদ্রণ-কার্যে ভুল ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চাই।

—সুনীল বসু

১২৩, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

চরিত্র-পরিচয়

মাধুরী	উচ্চশিক্ষিতা আদর্শবাদী রমণী—পরবর্তীকালে রামানন্দ আশ্রমের পরিচালিকা
সুমিতা	আশ্রমের সেবিকা
এলিস্ রুদ্র	নায়কের মাতা
মিস্ সেন	নন্দনপুর অফিসের লেডী টাইপিষ্ট্
ক্ষীরোদা	মাধুরীর পিতার পুরাতন দাসী
নার্স ইত্যাদি।	
সূর্যকিরণ রুদ্র	বিখ্যাত শিল্পপতি
হালদার	সূর্যকিরণের সেক্রেটারী
ডাঃ বাচস্পতি	সূর্যকিরণের গৃহচিকিৎসক
রাম	সূর্যকিরণের ভৃত্য
সরকার, দত্ত, ব্যানার্জী	সূর্যকিরণের নন্দনপুরাস্থিত অফিসের যুবক কেরাণী
মিঃ কাপুর	ধনী ব্যবসায়ী
জগদীশ	মাধুরীর পিতা
স্বামীজী	রামানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা
সুরদাস	আপনভোলা সন্ন্যাসী
গিরীন্দ্র	ব্রহ্মচারী—আশ্রমের সহকারী পরিচালক
নিরঞ্জন, ভুবন, অঘোর, হরিদাস	আশ্রমের যুবক ব্রহ্মচারী

সূর্যকিরণের ব্যবসায় অংশীদারত্রয়, চাপরাসী, বেয়ারা ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

[সন্ধ্যা সমাগত। রামানন্দ আশ্রম সংলগ্ন কোন একটি নিভৃত অংশে স্থাপিত একটি বেদী। বেদীতলে আসীন সুরদাসের উদাত্ত কণ্ঠের সংগীত সন্ধ্যার সমস্ত ক্লান্তিকে অতিক্রম করিয়া আশ্রমের দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মূলতানের মূর্ছনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে সুরদাসের অন্তরের নিবিড় ভাবোচ্ছ্বাস। তাহার সংগীতে এই নবজগত যেন কোন অসীমের সাড়া খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনি শান্ত সমাহিত মুহূর্ত। সংগীতের শেসভাগে আশ্রমের স্বামিজী আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহার পাশে। ধ্যানগম্ভীর মুখচ্ছবি তাঁহার—ঐ সংগীতের প্রভাব বিস্তৃত তাঁহারও মনে—ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি যেন খুঁজিয়া পাইলেন মহানকে—বিরাটকে।]

[সুরদাসের গান]

আনন্দ রসধারা ঝরিছে নিত্য
এই ভুবনে—
জাগোরে জাগো প্রাণ
এই লীলাসনে।

(হের) ধ্বংস মাঝে জাগে কল্যাণ বাণী,
চির জয়ী প্রেম দিয়েছে যে আনি—
মহা আশ্বাসের রাগিণী বাজিছে
সকল ক্ষনে।

নাহি লয় নাহি ক্ষয়
চির আনন্দের,
নিত্য নূতন প্রকাশ ঘটে
এ চির প্রেমের।

এ বিশ্ব সংসার রূপ নিকেতন,
এ সুধা সাগরে ভাসাও জীবন—
পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ প্রেমে, পূর্ণ চেতনে ॥

[গান শেষ হইল, কিন্তু শেষ হয় নাই সুরদাসের ভাবাপ্লুতা—এখনও সে মগ্ন। সহসা স্বামিজীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়—তানপুরাটি এক পাশে রাখিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।]

স্বামিজী। [সুরদাসকে প্রায় জড়াইয়া ধরিয়া] থাক্ থাক্ সুরদাস, তুমি আমায় প্রণাম করো না।

সুরদাস। কেন ঠাকুর। কি অপরাধ করেছি—

স্বামিজী। অপরাধ! না না সুরদাস। তোমার প্রণাম গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার নেই।

সুরদাস। এ কি বলছ ঠাকুর!

স্বামিজী। সুরদাস, তুমি অনেক দূরে চলে গেছ। তুমি খুঁজে পেয়েছ এই বিশ্বের রহস্য—তুমি শুনেছ সেই পরম সুন্দরের আহ্বান, তাই তো তুমি সব বাঁধনের বাইরে [ক্ষণেক থামিয়া] সুরদাস, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো?

সুরদাস। কি ঠাকুর?

স্বামিজী। মনে হয় যে তোমাকেই আমি প্রণাম করি সবার সামনে, কিন্তু তা যে আমি পারি না—পারি না—

আমি যে আশ্রমের স্বামিজী। আমি সন্ন্যাসী—কিন্তু তোমার মত নির্লিপ্ত হতে পারি নি সুরদাস।

সুরদাস। এ তোমার করুণা ঠাকুর। আমি যাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

স্বামিজী। আর গান গাইবে না সুরদাস ?

সুরদাস। [হাসিয়া] গান ! গান তো আমি গাই না ঠাকুর আমার ভেতরে কে যেন গান গেয়ে ওঠে। সে যখন আসে তখন আপনা থেকেই আসে। সে কারুর কথাই শোনে না ঠাকুর।

[প্রস্থান]

স্বামিজী। [স্বগত] অপূর্ব এ সাধক—অকৃপণ নিষ্ঠা। ভগবান ! তুমিই কি রূপ নিয়ে এসেছ আমার শিষ্য হয়ে ? এ কী ছলনা তোমার !

[স্বামিজী প্রস্থানোদ্যত হইলেন। অকস্মাৎ এক অসামান্যা সৌন্দর্যময়ী রমণী ক্রন্দনোচ্ছল ভাবে ত্বরিত পদে আসিয়া স্বামিজীর চরণ প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল। স্বামিজী হতচকিত হইয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।]

এ্যা—একি ! মাধুরী—?

মাধুরী। গুরুদেব। বাবা আর নেই—

স্বামিজী। জগদীশ মারা গেল। [ক্ষণপরে] মাধুরী—মা—উতলা হ'য়ো না ! তোমার বাবা পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। তার মৃত্যু—তার পরম আনন্দ জেনো।

মাধুরী। সে তাঁর কথা গুরুদেব। কিন্তু আমার ?

স্বামিজী। মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী মা—

মাধুরী। জানি—'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু'—সবই জানি, তবু সে জানা যে চরম মুহূর্তে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

স্বামিজী। নতুন করে তোমায় কিছু বলার নেই মা। হিন্দুর দর্শনে তোমার জ্ঞান আছে—বিশ্বাসও আছে—তবে মা—কেন এই মৃত্যুকে সহজ ভাবে নিতে পারছ না?

মাধুরী। কিন্তু গুরুদেব—এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে অসম্মান —যে উপেক্ষা সঞ্চিত হ'য়ে আছে আমার জন্যে, তা তো আপনি জানেন না।

স্বামিজী। কি তা—আমায় বল মা?

মাধুরী। [সহসা ব্যগ্র ও উত্তেজিত হইয়া] গুরুদেব— আমাকে আপনার আশ্রমে রেখে কোন কাজ দিন। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবো যে নারীর কি প্রবল কর্ম্মক্ষমতা, সে পদদলনকে সহ্য করে না— উপেক্ষাকে গ্রাহ্য করে না.........

স্বামিজী। নারীর কর্ম্মক্ষমতায় সন্দিহান হবার কী কারণ ঘটেছে মা? নারীই যে শক্তির প্রতীক। দশভূজাই অসুর নিধন করেছিলেন।......আর আশ্রমের কাজ? তা করার স্বাধীনতা তো তোমার সব সময়ই আছে মা। এখানকার গণ্ডীর ভেতরই তো তা' সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সেবা—মানুষের পূজাই তো এই আশ্রমের কাজ। তা তো তুমি গৃহে থেকেও করতে পারো মা—

মাধুরী। কিন্তু গৃহ আমার কোথায়? পর্বতের আড়ালে

ছিলাম—সে অন্তরাল যে মৃত্যুরূপী প্লাবনে ভেসে গেছে—আমি·········আমি যে গৃহহীন—

স্বামিজী। গৃহহীন! কি বলছ মা!

মাধুরী। আপনি তো জানেন না—

স্বামিজী। খুলে বল মা। তোমার মনের কথা গোপন রেখো না—তোমার বাবা আমার শিষ্য ছিল; আমার কাছে দ্বিধা ক'রো না—বল, বল তোমার ব্যথা—

মাধুরী। সে বিরাট কাহিনী—অত ধৈর্য আপনার·—

স্বামিজী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ধৈর্য আছে—ধৈর্যই যে আমাদের পাথেয়—বল, বল, বল মা—

মাধুরী। তবে শুনুন—সে এক কালরাত্রি·········

[মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল······মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের শিখার মাঝে। স্তিমিত আলোয় দেখা গেল মুমূর্ষু এক বৃদ্ধ শয্যায় শয়ান। তাঁহার আকৃতিতে ধর্মনিষ্ঠার নিশান প্রতীয়মান শিয়রে দণ্ডায়মানা যৌবনোত্তীর্ণা এক বিধবা — সেবাপরায়ন — অতি পুরাতন দাসী। পালংকের পার্শ্বেই ছোট টেবিলের উপর ঔসধের শিশি গেলাস ইত্যাদি। সহসা চঞ্চল হইয়া মাথা তুলিয়া বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—]

জগদীশ। মাধু—মাধু—

ক্ষীরোদা। বাবু—বাবু—

জগদীশ। এ্যা, এ্যা—ও, ক্ষীরোদা। মাধু কোথায় ক্ষীরি?

ক্ষীরোদা। দিদিমণি? পাশের ঘরে; ডাকবো?

জগদীশ। হ্যাঁ একবারটি ডাকো তো।

ক্ষীরোদা। ডাকছি— [মাধুরীর প্রবেশ]

এই যে দিদিমণি এসে গেছে। [প্রস্থান]

মাধুরী। কি? কি হয়েছে বাবা? আবার সেই বুকের ব্যাথাটা—

জগদীশ। ওরে, না, না। মাধু, আমি কি যেন স্বপ্ন দেখলাম— আমি দেখলাম - আমি যেন শূন্যে ভেসে চলেছি… কে একজন আমায় পথ দেখালো --

মাধুরী। ও অসুখ হলে অমন হয় বাবা। ও কিছু নয়। তুমি শান্ত হও। [গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া] হ্যাঁ, এই ওষুধটা তুমি খেয়ে নাও—

জগদীশ। ওষুধের সীমানা পেরিয়ে গেছে মা। ওতে রোগ হয়ত সারে, কিন্তু মৃত্যু বোধ করে না। আমার যে ডাক এসে গেছে……কিন্তু—

মাধুরী। বাবা, ও সব কথা তুমি বলো না। আমায় একা ফেলে তুমি চলে যেতে চাও? [কণ্ঠের নেপথ্যে ক্রন্দন]

জগদীশ। কী যে চাই, আর কী যে চাই না—তা কি আমরা জানি মা? তবে এটুকু জানি যে ডাক পড়েছে আর দেরী নেই।

মাধুরী। বেশী কথা বলো না বাবা। ওষুধটা খেয়ে নাও [ঔষধ প্রদান]

জগদীশ। দে, দে, তুই মনে ব্যথা পাবি, কিন্তু বৃথা। [ঔষধ খাইয়া] মাধু, আমি যে তোর কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না মা। তোকে লেখা পড়া শিখিয়েছি যতদূর তুই চেয়েছিস। কিন্তু শেষ রক্ষা…… হ্যাঁ-মা, স্বপনের আসার কথা ছিল—সে কি এখনো আসে নি?

মাধুরী। না এখনো আসেন নি। আসবেন নিশ্চয়ই, আসবেন বৈ কি, কথা দিয়ে গেছেন তোমায়······

জগদীশ। বেশ, বেশ, সে না আসা পর্যন্ত আমায় তো বেঁচে থাকতেই হবে। মরে গেলে তো চলবে না—তুই যে তা হলে নিঃসহায়।

মাধুরী। বাবা, আবার তুমি কথা বলছ। ডাক্তার······

জগদীশ। ডাক্তারের কথা থাক্। জানিস তো, আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ বাড়ীতে বাস করার অধিকার—তারপর পাওনাদারের।

মাধুরী। তাতে কি হয়েছে বাবা। আমি লেখাপড়া শিখেছি আমি কি নিজের পথ করে নিতে······

[ক্ষীরোদার প্রবেশ হাতে একখানি খাম]

ক্ষীরোদা। তোমার একখানা চিঠি এসেছে, দিদিমণি।

জগদীশ। কার চিঠি মাধু? স্বপনের?

মাধুরী। [চিঠি খুলিতে খুলিতে] হ্যাঁ বাবা, [মঞ্চের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া]

জগদী· [আশ্বস্ত ভাবে] জানি—শিক্ষিত, বিলেত ফেরৎ—কথা সে রাখবেই—নারায়ণ। কিন্তু······

[মাধুরী চিঠি পড়িতে লাগিল মনে মনে। চিঠির বিবরণ মাইকে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল]

মাধুরী, কোন মুখ নিয়ে তোমার কাছে যাবো ভেবে পেলাম না - তাই এই চিঠি। দরিদ্রের কন্যার সঙ্গে ব্যারিষ্টার পুত্রের বিবাহে বাবার ঘোরতর

আপত্তি। শুনলাম, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কোন জজের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। বিলেত যাবার পর থেকে প্রতি মাসে তিনি একটু একটু ক'রে আমায় কিনে নিয়েছেন। তোমার আমার ভাল-বাসাকে তাই বিবাহের নোংরামিতে টেনে না এনে মানস মন্দিরের বিগ্রহ করেই রাখলাম। ক্ষমা করো।

—স্বপন

মাধুরী। [চিঠিখানি হাতের মধ্যে পিষ্ট করিতে করিতে অপমানহত আক্রোশে বিড বিড করিয়া বলিতে লাগিল] তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বাবা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কি আসে যায়—কিছু না কিছু না, আমি নারী,—কিন্তু আমি অবলা নই,—বিয়ে সে ক'রবে না সেটা কিছু নয়, কিন্তু দরিদ্র বলে উপেক্ষা! মানুষের কোন মূল্য নেই,—মর্যাদা নেই!! অর্থই সব !!! ঠিক আছে। অর্থলোলুপকে যে বিয়ে ক'রতে হয়নি এ আমার অভিশাপ নয়—আশীর্বাদ—

ক্ষীরোদা। [শংকাকুল কণ্ঠে] দিদিমণি !!!! বাবু—

[স্বপনের অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে শুনিয়াই জগদীশের প্রাণ বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে যাহা মাধুরী এবং ক্ষীরোদা কেহই অবগত ছিল না। জগদীশের নিশ্চলতা ক্ষীরোদার সন্দেহের উদ্রেক করে, তাই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাধুরী জগদীশের গায়ে হাত দিতেই বুঝিল যে পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃতব্যক্তির হস্ত মাধুরীর ঝাকুনিতে সম্মুখস্থিত টেবিলে রক্ষিত ঔষধ-পত্রের শিশি, গেলাস ইত্যাদি ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল, মর্মভেদী চীৎকারে মাধুরী ডাকিল——]

মাধুরী। বাবা—বাবা—

[মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল ও মঞ্চ ঘুরিয়া পূর্বেকার আশ্রমের দৃশ্যে পুনরাবর্তিত হইল] (স্বামীজি ও মাধুরী)

স্বামীজি। হুঁ !! এই ব্যর্থতায় দুঃখ আছে জানি মা। তাই বলে ঐটেই তোমার আশ্রম জীবন যাপনের উৎস হওয়া উচিত নয়। ভিন্ন অনুপ্রেরণা থাকা চাই যে মা।

মাধুরী। অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই আছে—নইলে ব্যর্থতায় এই পথ কেন বেছে নিলাম, আরো ত কত পথ খোলা আছে।

স্বামীজি। কিন্তু, আমার কি দ্বিধা জানো ? পৃথিবীতে তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্ভাব নিয়ে এসেছো, সন্ন্যাসিনীর কৃচ্ছ্র সাধন বরণ করে নেবে মা—

মাধুরী। আপনিও আমাকে দুর্বল মনে করে উপেক্ষা করতে চান ? [ব্যথিত স্বরে]

স্বামীজি। না—না—মা, ভুল বুঝোনা আমায়। জেনো, ভগবান পুরুষকে যত শক্তি দিয়েছেন নারীকে তার থেকে বেশী বই কম দেন নি। স্বার্থান্ধ সমাজ চক্রান্ত করে সেই শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে যুগ যুগ ধরে। —"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" বলে শুধু জনন যন্ত্রে পরিণত করেছে নারীকে। এই আশ্রমে আমি নারীকে আহ্বান করেছি তারা আশ্রয়হীনা বলে নয়—তাদের দিয়ে কত বড় কায হতে পারে তাই সমাজকে দেখাতে।—বেশ, তুমিও এসো –

মাধুরী আশীর্বাদ করুণ যেন এই আশ্রমের ব্রতকে আমি

জীবন পণ করে সার্থক করে তুলতে পারি।

[প্রণাম করিল]

স্বামীজি। [মাথায় হাত রাখিয়া] আশীর্বাদ? আশীর্বাদ মা, আমাদের আশীর্বাদ অযাচিতভাবে সকলকেই ঘিরে থাকে।

[পটপরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সূর্যকিরণ রুদ্রের সদ্যনির্মিত নন্দনপুর অফিসের একটি ঘর। তিন জন যুবক—দত্ত, সরকার ও ব্যানার্জী কাজ করিতেছে। এক কোণে একটি টেবিলে টাইপ-রাইটার মেসিন, সামনে শূন্য চেয়ার, দেখিলে বোঝা যায় টাইপিষ্ট এখনো অনুপস্থিত—]

সরকার। [একটা ফাইল দেখিতে দেখিতে] বুঝলে দত্ত—এইবার যদি একটা chance পাওয়া যায়, কি বল ?

দত্ত। কিসের chance ?

সরকার। এই একটা promotion প্রোমোশন—

দত্ত। হঠাৎ—

সরকার। হঠাৎ মানে ? কতদিন থেকে চাকরী করছি সে খেয়াল আছে ? সেই যুদ্ধের সুরু থেকে Rudra's Industry র স্রোতে কত দেশ বিদেশ ঘুরলুম, এইবার এই নন্দনপুরের নতুন office-এ যদি একটা আধটা chance—কি বল, এ্যা ?

দত্ত। যা বলেছ, হয়ত লেগে যেতে পারে - এত বড় একটা কারখানা হতে চলেছে। আমরা সুরু থেকেই posted হ'লাম। কি হে ব্যানার্জী যে এখন থেকেই কাজ দেখাচ্ছ ?

সরকার। ব্যানার্জীর কথা ছেড়ে দাও। ও philosopher লোক।

[টেলিফোন বাজিয়া উঠিল] Yes speaking, কে ?

······ও ·····good morning Sir······এ্যা······
আজ্ঞে না··· ··এখনো হয়নি······টাইপিষ্ট এখনো
আসেনি স্যার······না······না······এখুনি এসে যাবে
বোধ হয়······ [মুখে চোখে ধমক হজম করার চিহ্ন
ফুটিয়া উঠিল] আমি কি করব স্যার······আচ্ছা বলবো,
হ্যাঁ স্যার······ [ফোন রাখিয়া দিল]

ব্যানার্জী ও দত্ত | কি হ'লো ?

সরকার। কি হলো মানে? টাইপিষ্ট আসেনি ·····ধমকানিটা
আমার উপর হলো। তার আর কি··· একটু হেসে
দেবে, ব্যস্ ····· মেয়েছেলে কিনা······taking
advantage. নাঃ, শালা চাকরী ছেড়ে দেব।

ব্যানার্জী। কিন্তু promotion-টার জন্য অপেক্ষা করলে
হতো না? ধমক দেবার scope এসে যেত অনেক—
[দত্ত হাসিয়া উঠিল]

সরকার। খুব হয়েছে, রসিকতা রাখো······
[হাইহিলের খট্ খট্ শব্দে ঘর মুখরিত করিয়া
মিস্ সেন টাইপিষ্ট প্রবেশ করিলেন]
- এলেন। এই যে মিস্ সেন, আপনি কি
আফিসে এলেন ?

মিস্ সেন। আজ্ঞে না, picnic-এ ····· [কৃত্রিম গাম্ভীর্যে]

সরকার। সেই রকমই মনে হচ্ছে – [ঘড়ি দেখাইয়া] কটা
বেজেছে ?

মিস্ সেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে তো আর জীবনটাকে

বেঁধে ফেলা যায় না।

সরকার। দত্ত কাব্য হচ্ছে। এখন ওসব কাব্য-টাব্য রেখে দিয়ে এই deed খানার তিন কপি টাইপ ক'রে ফেলুন তো—very urgent. সেক্রেটারী ধমকা-ধমকি করছেন আমায়—।

[কাগজখানি সরকারের হাত হইতে লইয়া মিস্ সেন টাইপ করিতে গেল]

হুঁ, পরজন্মে যেন মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মাই।

মিস্ সেন। কি ব'ললেন ?

দত্ত। ব'ললেন যে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে একটা পুরুষের বেকারত্ব ঘোচান, তাতে কোম্পানীর কায হবে আর লোকটারও উপকার হবে।

সরকার। একটা seriousness নেই মশাই ?!

মিস্ সেন। Seriousness নেই মানে ?

দত্ত। যাক্‌গে যাক্‌গে বাজে তর্ক না করে ওটা করে ফেলুন। জানেন ওটা কত important,—ওটার জন্যই আসলে এ office-এর সৃষ্টি।

সরকার। হ্যাঁ, উনি সবই জানেন। কিছু খবর রাখে তুমি মনে করো দত্ত ? কোন খবর রাখে পৃথিবীর—? জানার মধ্যে গোটাকতক জিনিষ জানেন—রুজ, পাউডার, লিপষ্টিক। আফিসটা যেন বিয়ের বাসর······ [হাল্‌কা সুরে]

মিস্ সেন। [হাসিয়া] খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে—

[কাগজটা পড়িতে লাগিল······খানিকটা নিস্তব্ধতা]

টাইপের খট্ খট্ শব্দের মাঝে—হঠাৎ]

পাশের এই আশ্রমের জায়গায় কারখানা হবে মিঃ সরকার ?

সরকার। [সঙ্গে সঙ্গে] আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যই এখানে আফিস খোলা। ওর একটি কপি দিল্লীর head office—আর একটা বোম্বাইয়ের আফিস·····আর একটা ক'লকাতার branch-এ ············original-টা থাকবে এখানে······hurry up. hurry up

মিস্ সেন। আশ্রমটা উঠে যাবে নাকি ?

দত্ত। আপনাদের পাল্লায় পড়লে আর না উঠে উপায় ?

মিস্ সেন। মানে······ ?

সরকার। মানে······মেয়েমানুষের দ্বারা আশ্রম চালানো—কি আর ব'লবো······যত সব······

[ভীরু পদক্ষেপে এক দীর্ঘকায় গৈরিক বসন মধ্য বয়স্ক পুরুষের আবির্ভাব। চিন্তাগ্রস্ত মুখাবয়ব, নাম গিরীন্দ্র। সকলে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিল তাহার দিকে—]

গিরীন্দ্র। [ইতস্ততঃ করিয়া] দেখুন, আমি এই আশ্রম থেকে আসছি·—

সরকার। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেতো দেখেই বুঝেছি যে আপনি কোন কারখানা থেকে আসছেন না—। কি ক'রতে পারি বলুন ?

গিরীন্দ্র। একটা খবর জানতে চাই—

সরকার। মাত্র একটা—?

গিরীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আশ্রমটা নীলামে আপনারাই

কিনেছেন শুনলাম। কিন্তু কেন বলুন তো— ?

সরকার। সেটা মালিককে জিজ্ঞাসা ক'রলে বোধ হয় ভালো হয়। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে মালিকের কোন আশ্রম টাশ্রম করার মতলব নেই।

গিরীন্দ্র। মালিকেব নামটা কি ?

সরকার। মিঃ সূর্যকিরণ রুদ্র !

গিরীন্দ্র। [মুসড়াইয়া গিযা] সূর্যকিবণ রুদ্র !!

দত্ত। কি—নাম শুনেই মুস্‌ড়ে গেলেন ?

গিরীন্দ্র। [বিহ্বল ভাবে] আচ্ছা, আমরা যদি টাকাটা দিয়ে—

সবকাব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ষাট হাজাব টাকা দিয়ে কেনা হ'য়েছে। একষট্টি হাজার যদি দিতে······

গিবীন্দ্র। ষাট হাজার—ষাট হাজার······

[গিবীন্দ্রেব যন্ত্র-চালিতবৎ প্রস্থান—ব্যানার্জী ছাড়া অন্য সকলেব হাস্য—মিস্ সেন টাইপড্ কপিগুলি সরকারের হাতে দিল ও সরকারের প্রস্থান—]

মিস্ সেন। ইনি কে ?

দত্ত। আশ্রমের assistant secretary হবে টবে বোধ হয়,—বেশ আছে বৃন্দাবন সৃষ্টি ক'রে নিয়ে ..

ব্যানার্জী। দ্যাখো, না জেনে শুনে ও রকম off-hand remark করার কোন মানে হয় না—this is bad.

দত্ত। [সকৌতুকে] কেন, কেন তুমি কিছু জেনেছ নাকি ?

ব্যানার্জী। জেনেছি বৈকি! আরো জানি যদি তোমরা ঐ আশ্রমের পরিচালিকার সামনে গিয়ে দাঁড়াও—তবে মূক হয়ে যাবে।

দত্ত। কেন, খুব magnificent বুঝি ?

ব্যানার্জী। নিশ্চয়ই—কী sacrifice—অত রূপ, অত বিদ্যা সে ইচ্ছা ক'রলে একটা prince-কে বিয়ে ক'রে বিলাসিতার স্রোতে জীবনটাকে সহজভাবে ভাসিয়ে দিতে পারত। সহজ বুদ্ধিতে বোঝনা—সে কেন এই আশ্রম জীবনের কাঠিন্য নিয়ে প'ড়ে আছে, নিশ্চয়ই তার গভীর mission আছে—

মিস্ সেন। খুব সুন্দরী দেখতে বুঝি ?

ব্যানার্জী। দেহের সৌন্দর্যই বড় কথা নয়—কারণ তা অস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই অন্তরকে স্পর্শ করে। সে সৌন্দর্য তাঁর আছে—আমি অবশ্য তাঁর follower নই বা agent-ও নই, ত'বে আমি যেটুকু জানি তা নিশ্চয়ই বলবো। যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষে দুর্মূল্যে ছেয়ে গেল দেশ—অন্নহীন লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল হু-হু ক'রে, তখন ঐ পরিচালিকা আর তার সংঘের সে কী কঠিন প্রচেষ্টা এদের আহার যোগাবার জন্যে—

দত্ত। তা'হলে ওরা কিছু কায করে সত্যি— ?

ব্যানার্জী। কায করে নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের কি হ'য়েছে জানো ? সব জিনিষকে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেওয়ার ভাব আমাদের ভেতর খুব বেশী—না জেনে শুনে একটা মন্তব্য করাটা আধুনিকতা বলে মনে করি—

মিস্ সেন। তবুও আশ্রম উঠে যাচ্ছে তো— ?

ব্যানার্জী। যেতেই হবে, কারণ আশ্রম থাকবে অথচ তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, এতো হতে পারে না। যদি ওরা মানুষের

জীবন বাঁচাবার চেষ্টা না ক'রে আশ্রমটাকে ব্যক্তিগত সম্পদের মত মনে ক'রে তার বৃদ্ধি কামনা করতো, তাহ'লে হয়ত কর বাকী পড়তো না—নীলামে উঠতো না—আর সূর্যকিরণ রুদ্রের ও······

[বৃদ্ধ রামদার প্রবেশ—সূর্যকিরণের ভৃত্য বলিতে বাধে, অভিভাবক বলিলেই ভালো হয়—তবুও সে ভৃত্যই—]

এই যে রামদা এসো, কি খবর— ? [সসম্ভ্রমে]

রামদা। খবর তো তোমাদের কাছেই জানতে এলুম বাবু—

দত্ত। কেমন ?

রামদা। তোমাদের সাহেব আজ সকালেই আসার কথা ছিল, হঠাৎ ব ললে.—"রামদা তুমি যাও গিয়ে রান্না বান্না ক'রে রাখো, আমার একটু কাজ পড়ে গেল হঠাৎ, আমি সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছুব"—কোলকাতা থেকে নন্দপুর তো মাত্র বারো-তেরো মাইল শুনেছি—

ব্যানার্জী। সাড়ে বারোটা কি—দেড়টা বাজে যে—

রামদা। দেখ দিকি—এই বুড়ো বয়সে আমি এই সব—আর ভালো লাগে না। আমি রান্না করে বসে রইলুম··· যত সব কায পড়ে গেল—এত কায তোর কোন্ কাযে লাগবে শুনি—বল দেখি তোমরা ?

ব্যানার্জী। তুমি রামদা খেয়ে নাও-গে, বুড়ো মানুষ আর কতক্ষণ না খেয়ে থাকবে—

রামদা। হ্যাঁঃ আমি খেয়ে নি-গে, তোমাদের যেমন কথা! সে রইল না খেয়ে—আমি গোগ্রাসে হ্যাঁঃ—যত সব।

থাক্‌গে অমনি পড়ে।…তোমরা কি কোন খবর-টবর পেয়েছো সে কখন আসবে— ?

ব্যানার্জী। না, কোন খবর তো এখনো পাইনি।

দত্ত। হালদার সাহেব কোন খবর পেয়েছেন কি না কে জানে—

রামদা। তা সে হালদার সাহেবই বা কোথায়— ? তারও তো পাত্তা নেই।

ব্যানার্জী। আচ্ছা রামদা, তুমি বরং বিশ্রাম নাওগে—কোন খবর এলে তক্ষুনি তোমায় জানাব—

রামদা। হ্যাঁ—সেই ভালো খবরটা জানিও। আমি আর পারি না বাবা— [প্রস্থান]

মিস্ সেন। সূর্যকিরণ রুদ্রকে আপনারা কেউ দেখেছেন ?

দত্ত। ব্যানার্জী একবার দেখেছে—আর এবার আমরা সবাই দেখবো আশংকা করছি—

মিস্ সেন। খুব বাজখাঁই লোক নাকি ব্যানার্জী বাবু ?

দত্ত। সেখানে কিছু সুবিধে হবে না— [রসিকতার সুরে]

ব্যানার্জী। সাংঘাতিক লোক। সাম্‌না সাম্‌নি কথা বলার দুর্ভোগ হয়নি, তবে দূর থেকে দাপট দেখেছি—সে এক অদ্ভুদ ধরণের, এই চেঁচিয়ে উঠলো, এই আবার মিন্ মিন্ ক'রে কথা ব'লছে—রেগে আছে কি খুসী আছে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কখনো হাসে না।

[সূর্যকিরণের Secretary মিঃ হালদারের প্রবেশ। ব্যস্ততার জীবন্ত প্রতীক—সকলে সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইল]

হালদার। সে deed খানা টাইপ করা হয়েছে ব্যানার্জী—?

ব্যানার্জী। হ্যাঁ স্যার, সরকার এখুনি নিয়ে গেল আপনার ঘরে—।

হালদার। ঠিক আছে, আর হ্যাঁ—ঐ আশ্রমের পরিচালিকার কাছে একটা চিঠি লিখে দাও। Deed এর শেষ clause অনুযায়ী ওদের একমাস সময় দেওয়া হয়েছে। ওঁরাও জানেন তবুও একবার remind করে দাও যে বাড়ী দুটো আর একমাস ওঁরা ব্যবহার করতে পারবেন।

ব্যানার্জী। আচ্ছা স্যার—

হালদার। আরো জানাবে যে জমিতে যে সকল ফসল-টসল আছে সব তুলে নিতে—চিঠি পাওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার ভেতর—কারণ, ওখানে আমাদের কায স্থুরু হবে।······হ্যাঁ, by the way, দত্ত—

দত্ত। Yes Sir.

হালদার। Budget-এর কতদূর—?

দত্ত। সবই হয়েছে শুধু কত মজুর নেওয়া হয়েছে আর কি rate, এ পর্যন্ত তার report আসেনি।

হালদার। আসেনি! আসেনি বলে চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে? remind করেছ—?

দত্ত। আজ্ঞে না—

হালদার। Do it at once. ফোন করে জেনে নাও এক্ষুনি, তারপর ওটা complete করে আমাকে আজকেই দেবে। রুদ্র সাহেব বিকেল চারটের সময় আসছেন

message এসেছে।

ব্যানার্জী। রামদা খোঁজ ক'রছিলো—।

হালদার। এ্যা, রামদা এসেছিলো নাকি? আচ্ছা, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি ····· না, না, আমি নিজেই যাচ্ছি—হ্যাঁ দত্ত, ওটা করে দাও—সাহেব না পেলে সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাবে—।

[সরকারের প্রবেশ]

সরকার। Deed খানা আপনার টেবিলে রেখে এসেছি স্যার—

হালদার। Thank you, তুমি একটা list করে ফ্যালো কি কি আমাদের local purchase করতে হবে। বুঝতে পারছো না-সব হাতের কাছে না পেলে কী ভীষণ ব্যাপার হয়ে যাবে—। তোমাদের তো ধারণা নেই। I am to face all dance and music—

[যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া]

মিস্ সেন-কাল থেকে ঠিক্ দশটার সময় আফিসে আসবেন।

[হালদারের প্রস্থান। মিস সেন লজ্জিত হইয়া পড়িল]

সরকার। জীবনটাকে তো আর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বেঁধে ফেলা যায় না······কেমন হলো তো—?

[সকলে মিস্ সেনের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্যে ঘর মুখরিত করিয়া তুলিল]

[পট পরিবর্তন]

তৃতীয় দৃশ্য

[সন্ধ্যা। মাধুরীর কক্ষ। আলো আঁধারের সমন্বয় স্বামীজির প্রতিমূর্তির পদপ্রান্তে মাধুরী চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে—কতকটা ধ্যানমগ্না বলা যায়—সহসা মাধুরী যেন শুনিতে পাইল স্বামীজির বাণী] (মাইকে প্রক্ষেপন)

"যুগে যুগে দানবের আক্রমণ মানুষের সততা, নিষ্ঠা আর ধর্মকে বিদ্রূপ করেছে—বিড়ম্বিত করেছে, তবু মনীষিরা তাঁদের কর্তব্য করে গেছেন। আজ সামনে যদি তোমার কোন অশুভ রাহু দেখা দেয়, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না মা। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে যেতে হবে মৃত্যুপণ করে, জীবনকে তুচ্ছ করে—আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে। সে শক্তি তোমার আছে—আছে সে দৃপ্ততা, তাইতো তোমার ওপর দিয়েছি এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব। সূর্যকে মেঘ আচ্ছাদিত করে রাখে বটে তবু সূর্য সত্য, তার আলো অব্যাহত; এ কথা ভুলে যেওনা—ভুলে যেওনা মা—

[মাধুরীর ধ্যান ছুটিয়া গেল। সচকিত হইয়া উঠিয়া আসিল]

মাধুরী। এঁ্যা—ঠিক, ঠিক—আমায় তো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না—ভেঙ্গে পড়লে চল্‌বে না—

[আশ্রমের সেবিকা সুমিতার প্রবেশ]

সুমিতা মাধুরীদি—মাধুরীদি, বর্ধমান থেকে চিঠি এসেছে যে ওখানে প্রায় আড়াইশো টাকা এ পর্যন্ত তোলা হয়েছে, তাঁরা আশা করেছেন যে আরও কিছু

পাওয়া যাবে—

[চিঠিখানা দিল, মাধুরী চিঠি পড়িয়া আশান্বিত হওয়ার ভাবে বলিল]

মাধুরী। আরো কত টাকা আশা করছে ওরা—বলতে পারো সুমিতা ?

সুমিতা। যত টাকাই আশা করুক, এ বিপদ কাটানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে মাধুরীদি !

মাধুরী। বিপদ ! বিপদ কিসের সুমিতা ? আমাদের কোন বিপদ নেই। আমাদের কোন কিছুই নেই শুধু কায ছাড়া। কায করে এগিয়ে যেতে হবে, সামনে যা আসে আসুক ; নিষ্কণ্টক পথ তো এ জীবন নয়।

সুমিতা। কিন্তু আশ্রমকে তো আর ধরে রাখা যাচ্ছে না মাধুরীদি ! সমস্ত জায়গার ভেতর ঐ কোম্পানির লোকেরা ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে—মাপজোপ করছে।

মাধুরী। ওদের কায ওরা করুক, আমাদের কায আমরা ক'রবো।

সুমিতা। কিন্তু কী ক'রবো—তাইতো ভেবে পাই না।

মাধুরী। যা এতদিন করে এসেছি।

সুমিতা। তা' করার সামর্থ কই ; আজ যে আশ্রমের অতিথিদের মুখে খাবার তুলে দেবার কোন সংস্থান নেই।

মাধুরী। সংস্থান না থাকে দেব না—এতদিন ছিল দিয়েছি।

[ভুবন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ, হাতে কতকগুলি কাগজপত্র ও একখানা চিঠি]

ভুবন। মাধুরীদি এই নাও লিষ্ট্—

মাধুরী। কিসের ?

ভুবন। অতগুলো ওষুধ কিনতে হবে। রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে, পয়সার অভাবে তারা ডাক্তারখানায় যেতে পারে না,—বহুদুর থেকে আসে এখানে ওষুধের জন্য। ওষুধ না আনলে চলবে না—

মাধুরী। ওষুধ আনা হবে। কাল টাকা এসে যাবে বর্ধমান থেকে, তুমি এসে নিয়ে যেও—আর [কাগজগুলি দেখাইয়া] ওগুলো কি ?

ভুবন। হ্যাঁ, এই নাও এগুলো সব হিসেব পত্তর আর একটা চিঠি। তুলোর অভাবে সুতো কাটা প্রায় বন্ধ। ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, তাদের বই নেই, খাতা নেই, সব কিনে না দিলে…

[মাধুরী কাগজপত্রের ভিতর হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া এতক্ষণ পড়িতেছিল—পড়া শেষ করিয়া]

মাধুরী। গিরীনদা কোথায় বল্‌তে পারো, সুমিতা ?

সুমিতা। তিনি তো সেই সকালবেলা বেরিয়েছেন কিছু বলে যাননি কোথায় গেছেন। কেন মাধুরীদি কিছু দরকার ?

মাধুরী। হ্যাঁ, দরকার আছে। ভুবন, তুমি বরং একবার খোঁজ করে দেখো গিরীনদা এসেছে কিনা—

ভুবন। আচ্ছা, আমি তা'হলে আসি—

মাধুরী। হাঁ, এসো, [ভুবনের প্রস্থান। সুমিতার প্রতি] জানো এচিঠি কোত্থেকে এসেছে ?

সুমিতা। না তো, কোত্থেকে মাধুরীদি ?

মাধুরী। Orient Ammunition Factory, Government Contractor-এর আফিস থেকে চিঠি

এসেছে যে ২৪ ঘণ্টার ভেতর জমির সমস্ত ফসল তুলে নিতে।

সুমিতা। [সভয়ে] কেন ?

মাধুরী। ওরা কাজ সুরু করবে।

সুমিতা। তা'হলে কি হবে মাধুরীদি ?

মাধুরী। এতেই ঘাব্‌ড়ে গেলে সুমিতা—বাকিটা না শুনেই—?

সুমিতা। না না তুমি বল—

মাধুরী। একমাস সময় মাত্র আমরা এ বাড়ীতে থাকতে পারব, পরে থাকবে ওরা।

[গিরীন্দ্রের প্রবেশ—মুখে চোখে পরিশ্রান্ত ও বিমনভাব]

গিরীন্দ্র। মাধুরীদি—

মাধুরী। [খুবগম্ভীর ভাবে] গিরীনদা—এই নাও পড়ে ছাখো।—

[গিরীন্দ্র চিঠি পড়িল]

গিরীন্দ্র। হুঁ—

মাধুরী। কিছু বল—

গিরীন্দ্র। হুঃ বল্‌তে হবে বৈকি। আমি গিছ্‌লাম ওদের আফিসে খবর নিতে যে কেন ওরা এই আশ্রম নিলামে কিনে নিয়েছে—

সুমিতা। কেন নিয়েছে ?

গিরীন্দ্র। কারখানা করবে !!

মাধুরী। [আক্ষেপসূচক হতাশায়] আশ্রমের বুকে কারখানা !!

সুমিতা। আমরা যদি টাকা দিয়ে দিই গিরীনদা, কালই তো আড়াই-শো টাকা এসে যাচ্ছে বর্ধমান থেকে—আরো—

গিরীন্দ্র। ও সব আড়াইশো তিনশো টাকা দিয়ে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে এই আশ্রম !! ষাট হাজার—

মাধুরী। ষাট হাজার! কে এত টাকা দিয়ে কিনেছে এই সর্বনাশ সাধন করতে—কে সে ??

গিরীন্দ্র। সূর্যকিরণ রুদ্র।

মাধুরী। সূর্যকিরণ রুদ্র !! গিরীনদা, আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না !

সুমিতা। আচ্ছা গিরীনদা, তুমি কেন ওদের বুঝিয়ে বলনা আমাদের আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা—জনসাধারণের কল্যাণে এই আশ্রমের কত দান······

গিরীন্দ্র। ওদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। বড় অসম্মানের সুর ওদের ভাষায়। জানি না সূর্যকিরণ রুদ্র কেমন ! তার কি মনোভাব আমাদের এই আদর্শের ওপর।

সুমিতা। তার কাছেই কেন বলনা মাধুরীদি, এই আশ্রমের সর্বনাশ বহু লোকের সর্বনাশ।

মাধুরী। সূর্যকিরণের কাছে? আমি, আমি বল্‌তে যাবো আমাদের আদর্শের কথা ?? অসম্ভব।

গিরীন্দ্র। কেন অসম্ভব? তাকে যখন আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জানি না, তখন কি করে ধ'রে নিচ্ছি যে আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে ? হয়ত কোন সুরাহা সে······

মাধুরী। সে একটি অর্থপিশাচ—সংবাদপত্র তার সাক্ষী। গত যুদ্ধে বৃটিশকে গোলা বারুদ দিয়ে বহু লোকের জীবন নাশ ক'রেছে। অর্থের পরিমান মনুষ্যত্বের পরিমাপ

বাড়ায় না! তুমি জান না গিরীনদা, আমি জানি, না—না—না, আমি তার কাছে যেতে পারবো না।

গিরীন্দ্র। তা'হলে তো কোন পথ আর খোলা দেখতে পারছি না। এমন কেউ নেই যার সাহায্যে সূর্যকিরণের কবল থেকে এই আশ্রম ছিনিয়ে নেয়। আজ তুমি বলে দাও মাধুরীদি, কী আমাদের কর্ত্তব্য; যেমন তুমি পথ বলে দিয়ে এসেছ গত পাঁচ বছর ধরে।

মাধুরী। কিন্তু গিরীনদা, আজকের সমস্যা যে অর্থের। অর্থের প্রতি তিতিক্ষাই আছে আমার চিরকাল—তাই অর্থের সাধনা যে কখনও করিনি। তবে হ্যাঁ, সূর্যকিরণ রুদ্রের কাছে নিশ্চয়ই যাবো না সাহায্য ভিক্ষায়—

সুমিতা। কিন্তু এ ভিক্ষা তো ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিক্ষা নয়? এ-তো শুধু মানুষের কল্যাণে। স্বামিজী বলতেন, আমরা তো প্রতিনিধি মাত্র—

মাধুরী প্রতিনিধি—! প্রতিনিধি!! [সংশযাকুল]

গিরীন্দ্র। আমাদের মান সম্মান কি মাধুরীদি, আমরা যে সন্ন্যাসী, ত্যাগী! যদি সে সাহায্য না'ই করে, যদি সে উপেক্ষা করে, তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি!

মাধুরী। ক্ষতি—লাভ! ক্ষতি—লাভ!! সত্যি, ক্ষতি লাভ তো আমাদের জন্য নয়! কায, শুধু কার্য! কিন্তু···হৃদয়-হীনের কাছে সমবেদনার আবেদন—নাঃ— নাঃ—

গিরীন্দ্র। সূর্যকিরণ বোধহয় এসে গেছে আজ। কয়েকদিন এখানে থেকে দেখা শোনা করে আবার চলে যাবে।

যদি যেতে প্রস্তুত হও মাধুরীদি—

মাধুরী। আমি, আমি কেন? তোমরা তো যেতে পারো—

গিরীন্দ্র তুমিই আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছ সব অবস্থায়! আজ পিছিয়ে গেলে তো চলবে না!

মাধুরী। পিছিয়ে যাবো? পিছিয়ে যাবো?

[ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন। মাধুরীদি—একি অত্যাচার বলতো?

মাধুরী। কেন, কি ব্যাপার?

ভুবন। জমি মাপবার নাম করে কারখানার লোকেরা আমাদের সমস্ত সবজিগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে—

গিরীন্দ্র সে কি কথা?

ভুবন। হ্যাঁ, আমি নিজে চোখে দেখে এলাম—

মাধুরী। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটতে'ই শুরু হয়েছে অত্যাচার, অথচ একটু আগেই চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিয়ে চিঠি লিখেছে। ওরা এমনি করেই কথা দিয়ে কথা ভাঙ্গে—ওরাই আইন গড়ে—ওরাই অমান্য করে—এইতো ধনীদের ইতিহাস—

ভুবন। মাধুরীদি তুমি চল, দেখবে চল কিরকম ভাবে ওরা আমাদের—

মাধুরী। গিরীনদা, আমি কাল সূর্যকিরণের সঙ্গে দেখা করবো। আমি—আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাই। জানো গিরীনদা, ওরা বাধা পায় না তাই অত্যাচারের অভিযান চালাতে দ্বিধা করে না! আমায় বাধা দিতেই হবে, আমায় বাধা দিতেই হবে—আমায়

বাধা দিতেই হবে—

[মঞ্চের আলো স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। মাইকে স্বামীজির বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল]

"আজ সামনে যদি তোমার কোন অশুভ রাহু দেখা দেয়, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না মা······ জীবনকে তুচ্ছ করে আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে। সূর্যকে মেঘ আচ্ছাদিত ক'রে রাখে বটে—তবু সূর্য সত্য—-তার আলো অব্যাহত। একথা ভুলে যেওনা—ভুলে যেওনা মা—"

[কার্টেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[সূর্যকিরণের অফিস। সূর্যকিরণকে দেখা যায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেয়াল সংলগ্ন মস্ত বড় একটা ডায়াগ্রামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। তাহার বয়স চল্লিশ ও বিয়াল্লিসের মাঝামাঝি। টেবিলের উপর রক্ষিত নানা ফাইল ও কাগজ-পত্র, দর্শন প্রার্থীর কার্ড ইত্যাদি। দস্তখতের অপেক্ষায় জরুরী চিঠি পত্রের সমাবেশ। অদূরে হালদার আড়ষ্টভাবে দণ্ডায়মান। সূর্যকিরণের কেদারাখানি ঘূর্ণায়মান। টেবিলে দুইটি ফোন। কাল বেলা বারোটা।]

সূর্যকিরণ। হালদার— [রূঢ় কণ্ঠে]

হালদার। Yes sir. [দুই পা আগাইয়া আসিল]

সূর্যকিরণ। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আশাতীত নম্রকণ্ঠে] হালদার, contact the draughts man, এখানে একটা [Diagram এর একটা pointএ stick টা দিয়া দেখাইয়া] গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে। tell him to see me personally.

হালদার। আচ্ছা স্যার [ফোন বাজিয়া উঠিল, হালদার ফোন ধরিল] আপনার ফোন স্যার... ...

সূর্যকিরণ। [বিরক্ত ভাবে] Yes, Rudra speaking, who you plaese? ......জগ্‌জীবন শেঠ? কি খবর? excuse me ... ... no time to talk on that now ... ... আমি একটু ব্যস্ত। yes... tell Mr. Wilson to see me after a week

in Delhi······thank you.

[সূর্যকিরণ ফোন রাখিয়া দিল, বেয়ারা কার্ড দিল হালদারকে—ইত্যবসরে]

হালদার। স্যার, হরিবিলাস কাপুর এসেছে আপনার সঙ্গে···

সূর্যকিরণ। উঃ—tedeous, bring him in [টেবিলে রক্ষিত কাগজ তুলিয়া] and what's this. [হালদার বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল]

হালদার। স্যার, ঐ আশ্রম থেকে কয়েকজন এসেছেন, আপনাকে কিছু বলবেন ব'লে—

সূর্যকিরণ। I see, by the way, আমি একবার ঐ আশ্রমের জায়গাটা দেখতে চাই, আজ কালের ভেতরেই—আর কাজ কতদূর এগোলো সেটাও -

হালদার। নিশ্চয়ই স্যার—আমি কালই—

সূর্যকিরণ। [কাগজ পত্র হইতে মুখ তুলিয়া রুদ্রকণ্ঠে] bring Mr. Kapoor in, what are you waiting for? উঃ my time precious···time is money and money time [হালদারের প্রস্থান। সূর্যকিরণ আপনার মনে বিড় বিড় করিতে লাগিল—হঠাৎ উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। আবার diagram টা দেখিতে সুরু করিল ও অকস্মাৎ diagram এর একটা point এ stick টা রাখিয়া]

right, right, good, nice,

[হালদার ও কাপুরের প্রবেশ]

কাপুর। Good morning Mr. Rudra.

সূর্যকিরণ। Morning Mr. Kapoor. be seated please.

কি খবর বলুন। are you coming straight from Kanpoor ?

[সূর্যকিরণরে ইসারায় হালদারের প্রস্থান]

কাপুর। জী হ্যাঁ, ম্যঁা সীধা কানপুর সে হী আরহা হুঁ—ম্যঁা আপ্‌সে বহুৎ কুছ্ অরজ্ করুগাঁ—

সূর্যকিরণ। yes, what's that please ?

কাপুর। বাত ইএ হ্যা কি আপকে কানপুর কা Chemical Industry সে ম্যালেরিয়া কী যো নয়া দওয়া নিকালা গয়া হ্যা, উস্‌কি sole agency অগর মুঝে দেদিয়া যায় তো ম্যঁা বহুৎ হী য়্যাসান মান্‌তা—

সূর্যকিরণ। I see -

কাপুর। Advance money আপ জিত্‌না চাঁহতে হ্যাঁ, ম্যঁা এতরাজ নহী করুগাঁ—

সূর্যকিরণ। আমি জানি আপনি কোটী পতি, আপনাকে agency দিতে পারলে খুসীই হ'তাম। but I am sorry Mr. Kapoor.

কাপুর। কেঁও, ক্যা বাত হ্যা Mr. Rudra ?

সূর্যকিরণ। I have already given it to Dr. Saha. You mast be knowing him I suppose?

কাপুর। জী হ্যাঁ, ম্যঁা উনসে বহুৎ হী ওয়াকিফ্ হুঁ। লেকেন ম্যঁা উন্‌সে সায়দ জেয়াদা রুপয়া দে সকতা হুঁ—

সূর্যকিরণ। I know you can spend money, কিন্তু টাকার পেছনে আমি ছুটি কি টাকা আমার পেছনে ছোটে, how do you konw that ?

কাপুর। জী নহী মেরা কহনে কা মতলব ইএ থা কি ......

সূর্যকিরণ। Mr. Kapoor I am also a business man. patent ওষুধটা যাতে অনেকদিন চলে সেই জন্যই একজন eminent medical man কে দিয়েছি— কোন adulteration যাতে না হয়, I know my business [Calling bell টিপিল, তৎক্ষণাৎ বেয়ারার প্রবেশ]

হালদার সাব— [বেযাবার প্রাস্থান]

কাপুর। আপকি মর্জি, আচ্ছা তো ম্যাঁ যাতা হুঁ, নমস্তে।

সূর্যকিরণ। আচ্ছা নমস্কার [কাপুরের প্রস্থান. হালদারের প্রবেশ]

হালদার। স্যার—

সূর্যকিরণ। হালদার, কানপুরে Dr. Saha কে Trunk call এ জানিয়ে দাও কাপুর কোম্পানীকে যেন sub-agency না দেওয়া হয়, কারণ adulteration হবার আশংকা আছে।

হালদার। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু···আমার একটা কথা ছিল······

সূর্যকিরণ। What's that . speak out...don't waste time

হালদার। হ্যাঁ স্যার, ওরা ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে অপেক্ষা ক'রছেন...

সূর্যকিরণ। ওঁরা—whom you mean ?

হালদার। ঐ আশ্রমের......

সূর্যকিরণ। ও···I am sorry. show them in [হালদারের প্রস্থান—ফোন বাজিয়া উঠিল]

Yes Rudra speaking, কে ম্যানেজার, Head Office ? What's the trouble ?… …কি ? মাইনে বাড়াতে বলছে ?

(এমনি সময়ে হালদার, মাধুরী ও গিরীন্দ্রের প্রবেশ)

দল বেঁধেছে ? Don't bother, warn them, they will be sacked off…yes, result জানাবেন। (ফোন রাখিল)

হালদার। এই যে এঁরা এসেছেন… আমি স্যার কাপুরের trunk call টা…

সূর্যকিরণ। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) বলুন আপনাদের কি বলবার আছে—আমার সময় খুব কম।

মাধুরী। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন জমির ফসল তুলে নেবার জন্যে, কিন্তু আপনার লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রতে পারেনি—তাই তারা সেগুলোকে যথেচ্ছ নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, এর পেছনে আপনাদের কোন ইঙ্গিত আছে বলে আমি মনে করি।

সূর্যকিরণ। (ধমকের সুরে) Halder, how's that ?

হালদার। (ব্যস্ত সমস্ত ভাবে) আচ্ছা স্যার আমি দেখছি, আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

(হালদার এতক্ষণ রুদ্রের টেবিল হইতে সই করা কাগজগুলো জড় করিয়া লইতেছিল—তাহা লইয়া সশব্যস্তে প্রস্থান)

সূর্যকিরণ। আর কিছু ব'লবার আছে আপনাদের ?

গিরীন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) যেখানে আপনি কারখানা ক'রবেন সেটা আমাদের আশ্রম,—প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স এই আশ্রমের—বহু দীন দরিদ্রের আশ্রয়স্থল—

সূর্যকিরণ। (অন্যমনস্ক সুরে) হ্যাঁ, আমিও যা করতে চ'লেছি তা'ও তো বহুলোকের আশ্রয়স্থল—দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম।

গিরীন্দ্র। সে তো আপনি এই আশ্রম ছাড়াও অন্য যে কোন জায়গায় করতে পারেন।

সূর্যকিরণ। আপনারাও তো পারেন অন্য কোথায়ও আশ্রম গ'ড়ে তুলতে।

গিরীন্দ্র। অত টাকা তো আমাদের নেই—

সূর্যকিরণ। তবে এ সৌখিনতা কেন ?

মাধুরী। (দৃপ্ত কণ্ঠে) এ আমাদের সৌখিনতা নয়—এ আমাদের সাধনা—

সূর্যকিরণ। মাপ ক'রবেন, আমার মনোভাব ব্যক্ত করার স্বাধীনতা আমার আছে। আপনি আপনার সাধনার কথা বলছেন—আমি আজ যা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি, তা আমার সাধনা। যা আমি গ'ড়ে তুলতে যাচ্ছি তা'তে দেশের ও দশের কতখানি মঙ্গল হবে তা আপনাদের ঐ আশ্রম জীবনের সংকীর্ণ মন কল্পনাও করতে পারে না।

মাধুরী। দেশের ও দশের মঙ্গলটাই তো আপনার পরম লক্ষ্য নয়—প্রধান লক্ষ্য আপনার অর্থাগম—স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন।

সূর্যকিরণ। What !—শুনুন্। স্বার্থহীন কোন কাযই একনিষ্ঠ নয় জানবেন। আপনাদের আশ্রম রক্ষার পেছনে যদি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকে, তবে নিষ্ঠার অভাব আছে বুঝতে হবে।

মাধুরী। (স্তব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে) অভাব আমাদের কোন কিছুরই নেই—শুধু অর্থের অভাব ছাড়া। আপনার এই কথায় মনে হচ্ছে যে—একমাত্র ঐ অর্থ ছাড়া আর সব কিছুরই অভাব আপনার র'য়েছে, অথচ আপনি তা জানেন না, কারণ অর্থের ভারে মনকে করে ফেলেছেন পঙ্গু।

সূর্যকিরণ। (নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—মনে হইতেছে যেন এখনি কিছু একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে) আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞাসা কবি যে আপনাদের, অর্থাৎ—I mean—আশ্রমবাসীদের জীবনের কী লক্ষ্য—সঠিক উত্তর দিতে পারেন ?

মাধুরী। পারি, সংক্ষেপে ব'ললে বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন হবে—তবু সংক্ষেপেই বলতে হবে—কারণ সময় আমাদেরও খুব কম—

সূর্যকিরণ। Yes, বলুন, (Pipe টা কামড়াইয়া ধরিল)

মাধুরী। ব্যক্তিগত স্বার্থের ধ্বজা উড়িয়ে একদল লোক সমগ্র মানবজাতিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চলেছে—আমরা সেই দুর্ভাগ্যদের বেঁচে থাকবার সহায়তা করি, দুঃখীর দুঃখে আমাদের প্রাণে সমবেদনা বেজে ওঠে—মানুষকে ভালোবাসাই আমাদের সাধনা—

সূর্যকিরণ। হুঁঃ (তাচ্ছিল্যের ভাব) সাধনা। যাক্‌গে আমি আজ খুব ব্যস্ত। এই বিষয়ে আমি অন্য সময়ে আলোচনা করবো,—কারণ অবশ্য বিশেষ কিছুই নয়—কৌতূহল,—হ্যাঁ কৌতূহল বলা যেতে পারে।

এত বড় একটা ভুল আর মিথ্যার পেছনে আপনারা মরিয়া হ'য়ে ছুটে চ'লেছেন—how funny !!

(বলিয়া কাগজে মনোনিবেশ করিল)

মাধুরী। (রুক্ষ কণ্ঠে) ভুল, মিথ্যা, তার মানে— ?

সূর্যকিরণ। (সঙ্গে সঙ্গে) মানে আপনারা জানেন না কি আপনাদের চাহিদা—অর্থাৎ কি আপনারা চান ? একটু আগে বললেন এই আপনাদের সাধনা—আমি বলি, আপনারা জানেন না কিসের সাধনা আপনারা করেন, তবে এইটুকু জেনে রাখুন যে জীবনের অপব্যবহার ছাড়া কোন সাধনাই আপনারা করেন না।

মাধুরী। আপনার মনের দীনতাকে আমি করুণা করি—মানুষের জীবনের সত্যবোধকে শ্রদ্ধা করার ঔদার্য আপনার নেই—তাই এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা ভালো, নমস্কার। এসো গিরীনদা।

(অবজ্ঞাসূচক ভাবে গিরীন্দ্র ও মাধুরীর প্রস্থান। সূর্যকিরণ এতক্ষণ ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য করে নাই,—মাধুরীর প্রস্থানের পর উঠিয়া দাঁড়াইল, diagramটা পরীক্ষা করিল—হালদার ইত্যবসরে প্রবেশ করিয়াছে—রুদ্র অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলিল—)

সূর্যকিরণ। হালদার, ওরা কি বলে গেল শুনলে ?

হালদার। আজ্ঞে স্যার, আমি তো—

সূর্যকিরণ। ও তুমি ছিলেনা। What a fun it is ! আমার মনের জড়তা—হাঃ হাঃ আমার মনের দীনতা··· হাঃ হাঃ হাঃ—আর ওদের কি magnificent সাধনা··· হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—[অট্টহাস্য]

—কার্টেন—

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আশ্রম সীমান্ত : কাল—প্রভাত।

মঞ্চের মধ্যবর্তীস্থলে একটি বেদী। বাম পার্শ্বে অট্টালিকা—আশ্রমবাসিনীদের বাসভবন। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা আসিয়া বেদীতে প্রণাম করিয়া যে যাহার কার্যে চলিয়া যাইতেছে। মাধুরীর গান শোনা যাইতেছে।

(গীত)

গহন আধারে পথ চলি একা
হে জ্যোতির্ময়, পথ দেখাও পথ দেখাও।
আলো নিভে গেছে বন্ধুর পথ
তব চরণ চিহ্ন খুঁজে মরি কত
পথ দেখাও—পথ দেখাও—
দূর কর এই তিমির রাত্রি
আমি যে চির আলোর যাত্রী
ঝড়ঝঞ্ঝা নামে চারিধার
সংশয় মেঘ আনে আঁধিয়ার
পথ দেখাও—পথ দেখাও—

[সংগীত শেষে সুমিতা প্রবেশ করিল ও বেদীতে প্রণাম করিল, অন্যদিক দিয়া গিরীন্দ্রের প্রবেশ ও বেদীতে প্রণাম করণ।]

গিরীন্দ্র। মাধুরীদি কোথায়?

সুমিতা। ওপরে—তার ঘরে বসে গান গাইছেন দেখে এলাম।

গিরীন্দ্র। ও……(গিরীন্দ্র প্রস্থানোদ্যত)

সুমিতা। (আশ্রম সংলগ্ন জমিটার দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, গিরীনদা ওখানে অত ভীড় কিসের?

গিরীন্দ্র। এ্যা, হ্যাঁ, ঐ সূর্যকিরণ বাবু এসেছেন জমি'আর কায তদাবক করতে।

সুমিতা। ও মা, এদিকে আসছে ব'লে মনে হচ্ছে গিরীনদা।

গিরীন্দ্র। আসতে পারে। চলে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

(হালদারের অনুগামী সূর্যকিরণের প্রবেশ। সূর্যকিরণের মু'খর ভাব রুক্ষ)

হালদার। এই যে স্যার, এই হচ্ছে আশ্রমের শেষদিকটা, আর ঐ যে দেখছেন ওটা আশ্রমের এদের থাকবার বাড়ী। অনেকটা হাটতে হ'লো স্যার আপনার—আপনি বোধ হয় খুবই পরিশ্রান্ত। আমি ববং গাড়ীটা এদিকে ··

সূর্যকিরণ। (অন্যমনস্ক ভাবে—যেন হালদারের কোন কথাই শোনেনি)—
হালদার, ঐ মজুরদের কি রকম rate সব ঠিক হ'য়েছে?

হালদার। আজ্ঞে, Local rate আপনার আড়াই টাকা রোজ, তবে—অনেকদিনের কায ব'লে ওরা দুটাকা চার আনা হিসেবেই রাজী হয়েছে।

সূর্যকিরণ। Working hours?

হালদার। সাড়ে সাতটা থেকে চারটে স্যার—

সূর্যকিরণ। (পাইপটা সজোরে কামড়াইয়া ধরিল) জানো হালদার, ওদের দেখলে রাগে আমার সমস্ত শরীর রী রী করে ওঠে।

হালদার। (হতচকিত হইয়া) কেন স্যার, ওরা কি কাযে ফাঁকি দিচ্ছে আপনি মনে কচ্ছেন?

সূর্যকিরণ। ফাঁকি দিচ্ছে না?

হালদার। আজ্ঞে না স্যার।

সূর্যকিরণ। কেন দিচ্ছেনা ?

হালদার। কি ক'রে দেবে স্যার—ওদের supervise করার জন্য লোক রয়েছে, কাযে ফাঁকি দেবার আমি পথটি পর্যন্ত রাখিনি।

সূর্যকিরণ। সে আমি জানি, ওদের কি ক'রে খাটিয়ে নিতে হয়—তা আমরাই মাথা খাটিয়ে বার করেছি হালদার—

হালদার। তবে আপনি কেন রাগ

সূর্যকিরণ। রাগ ? কেন জানো ? (ভাব গম্ভীর স্বরে) ওরা জানেনা যে ওরা দিনান্তে আমায় যা কায দিয়ে যাবে তার মূল্য দু'টাকা চার আনার অনেক—অনেক বেশী। কে ওদের বুঝিয়ে দেবে হালদার—কে ওদের এই অনুভূতি জাগিয়ে দেবে—যে এর চেয়ে অনেক বেশী ওদের প্রাপ্য—

হালদার। কি বলছেন স্যার ? (যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছে)

সূর্যকিরণ। ওদের যে এর থেকে উচ্চতর ভাবে জীবনযাপন করার অধিকার আছে, ওরা তা' জানেনা হালদার। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আর সৌন্দর্য ওরা ওদের রক্তজল ক'রে গড়ে তুলেছে অথচ ওরা জান্‌তে চায়না যে সেই সম্পদে আর সৌন্দর্য্যে ওদেরও দাবী আছে—

হালদার। তা হ'লে স্যার···

সূর্য্যকিরণ। তাই ওরা দিনের পর দিন অকাতরে পরিশ্রম ক'রে চ'লেছে—আর বিনিময়ে কি পেয়েছে ? অনাহার,

নির্যাতন আর অকাল মৃত্যু—ওদের কি হবে ব'লতে পারো হালদার ?

হালদার। [হতচকিত হইয়া] যদি বলেন তো ওদের মজুরী কিছু বাড়িয়ে দিই—

সূর্যকিরণ। [গম্ভীর কণ্ঠে] না। তাই যদি করো ওরা ভাববে আমি ওদের করুণা কবে তা দিয়েছি আর তাই ভেবে ওরা আমার ওপর অকারণ শ্রদ্ধায় বিগলিত হ'য়ে উঠবে—যারা দাবী ক'রতে জানেনা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে জানেনা তাদের করুণা কবে তা জানানো যাবেনা।

হালদার। তাহলে কি করতে বলেন স্যাব ?

সূর্যকিবণ। [হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে] আরো—আরো—আরো অত্যাচার, অমানুষিক অত্যাচার ওদের ওপব করা দরকার, তাতে যদি কোনদিন ওদের চেতনা আসে। ইচ্ছে হয়, ওদেব মজুরী আরো কমিয়ে দিই—

হালদাব। এ্যা !!!

সূর্যকিরণ। আর হ্যাঁ হালদাব, আরো প্রচুব লোক নাও—কারণ ওবা এক একজন দু'তিনজনের কায দেয় আমাকে—তাই যত মজুব নেবে ততই আমাব লাভ।

হালদাব। [হতাশ সুরে] স্যার কিছু বুঝতে পারছিনা, কী আপনি বলতে চাইছেন—

সূর্যকিরণ। কি ব'লতে চাই জানো ? বলতে চাই ওরা ভগবানে বিশ্বাস করে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস ওদের নেই তাই এত দুর্দশা ওদের। ওদের আত্মবিশ্বাস জাগাতে হলে

আরো আঘাত, আরো নিপীড়ন, আরো নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।

হালদার। (একটু হতাশ সুরে) আপনার এই সব কথা যদি ঘুণাক্ষরেও ওরা জানতে পারে, তবে কাল থেকে ওরা এক অসম্ভব চাহিদার দাবী জানিয়ে ধর্মঘট করে বসবে, জানেন ?

সূর্যকিরণ। ধর্মঘট !! হুঁঃ। হালদার ধর্মঘট ওরা করে না। ধর্মঘট ওদের দিয়ে যারা করায় তাদের cackle করতে আমরা জানি—

হালদার। তবে আর এ সব চিন্তার আপনার দরকার কি ? দাবী জানাতে জানেনা ব'লে ওদের দোষ দিচ্ছেনই বা কেন ? আপনাকে কিছুই বুঝতে পারিনা স্যার।

সূর্যকিরণ। (পাইপটা নির্মমভাবে কামড়াইয়া ধরিল) হালদার,—

হালদার। Yes sir. (ভীত ত্রস্তভাব—যেন প্রগলভতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে)

সূর্যকিরণ। কখনো ভেবে দেখেছ—ওদের সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে সমস্ত শক্তি কত হাস্যকর ? ওরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে যদি একবার সম্মিলিত হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ায় তবে সমস্ত শাসনতন্ত্র পর্যন্ত paralysed হয়ে যাবে। ওরাই নতুন শাসনতন্ত্র গড়ে তুলবে। কিন্তু ওরা কি তা কোন দিন করবে ?? (বিদ্রূপের সুরে) ওরা যে ভগবান বিশ্বাস করে -পাপপুণ্যের বিচার করে— অদৃষ্ট মানে !

হালদার। স্যার, আমি বরং গাড়ীটা এখানে নিয়ে আসি—

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ।

হালদার। মানে অনেকটা হেঁটেছেন তাই গাড়ীটা এখানেই……

সূর্যকিরণ। হ্যাঁ, গাড়ীটা নিয়ে এসো।

হালদার। আমি এখুনি নিয়ে আসছি স্যার

(হালদারের প্রস্থান। রুদ্র নির্বাপিত পাইপটা পুনবায় ধরাইতে চেষ্টা করিল। চিন্তামগ্ন ভাবে ধীরে ধীরে সম্মুখের বেদীটার উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া বিশ্রাম গ্রহণের একটা চেষ্টা করিতে দেখা গেল। পাইপের ধোঁয়ার মাঝে সে অকস্মাৎ শুনিল নারী কণ্ঠ। সচকিত হইয়া দেখিল মাধুরী দণ্ডায়মান।)

মাধুরী। এ জায়গার মালিক এখন আপনি, তা জানি, তবু যতক্ষণ আমরা এখানে আছি— আমরা চাইনা যে ঐ পবিত্র বেদীকে আপনারা কলুষিত করেন। ওখানে প্রতি সন্ধ্যায় আমরা প্রণাম জানাই স্বামীজির উদ্দেশ্যে —তাই আপনি পা টা নামিয়ে নিলেই বাধিত হবো।

(সূর্যকিরণকে দেখিলে মনে হয় যে সে মাধুরীর কথা শুনে নাই, শুধু কথা বলবার মনোরম ভঙ্গিটুকু অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। সর্ব্বশেষ কথা শুনিয়া যন্ত্রচালিতবং পা টা নামাইয়া লইয়া সম্বিৎহীন কণ্ঠে বলিতে লাগিল)—

সূর্যকিরণ। I'm sorry…I'm sorry ..I'm really sorry

(মাধুরী প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল)

এক মিনিট . I mean…শুনছেন.. Miss……

(মাধুরী ঘুরিয়া দাঁড়াইল)

মাধুরী। কিছু ব'লছেন ?

সূর্যকিরণ। (বিভ্রান্ত সুরে) হ্যাঁ। আপনিই কি সেদিন আমার অফিসে গিয়েছিলেন ?

মাধুবী। আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

সূর্যকিবণ। আপনিই গি'ছলেন !! I see !!! —সেদিন ব্যস্ততায় লক্ষ্য কবতে পাবিনি (গম্ভীব চিন্তাগ্রস্থ ভাব) কিন্তু আজ দেখছি—আব ভাবছি (হাতেব ইসাবায় মাধুরীর আপাদমস্তক দেখাইযা) এ আপনি কী ক'বেছেন !!

মাধুবী। (নিজেকে পর্যবেক্ষন কবিযা) কী !!!

সূর্যকিবণ। (এক নিঃশ্বাসে) এত সৌন্দর্য এমনি ভাবে ধ্বংস কবাব অধিকাব আপনি কোত্থেকে পেলেন ???

মাধুবী। আপনি কি ব'লতে চান ? (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে)

সূর্যকিবণ। (কতকটা সম্বিতে) কি বলতে চাই ? বলতে চাই—নিশ্চয়ই কোথাও আপনাব ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে—যাব সান্ত্বনা আপনার এই জীবনযাত্রা, সেইজন্যই সেদিন ব'লেছিলাম যে আপনাদের এই সাধনায় কোন সত্যতা নেই—আছে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা—

মাধুরী। এই কথাটা শোনাবার জন্যেই কি ডাকলেন আমাকে ? বেশ, তবে শুনুন জীবনের কোনটা ব্যর্থতা আব কোনটা সার্থকতা—তার কতটুকু জানেন ? জগতে একটী মাত্র সত্য আছে যার পূজারী আমবা—সেখানে মিথ্যার কোন স্থান নেই জানবেন।

সূর্যকিরণ। কী সে একমাত্র সত্য—জানতে পারি কি—যাব পূজারী আপনারা—

মাধুরী। ভগবান—

সূর্যকিরণ। ভ—গ—বা—ন !!!

মাধুরী। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভগবান। আঁৎকে উঠবার কোন কারণ নেই। আমরা বিশ্বাস করি প্রতি মানুষই ভগবানের মন্দির। সেই মন্দিরের পবিত্রতা মানুষই কলুষিত ক'রে চলেছে কারণ তাদের দৃষ্টি গেছে আচ্ছন্ন হয়ে। আমাদের লক্ষ্য—

সূর্যকিরণ। বলুন আপনাদের কি লক্ষ্য—

মাধুরী। আমাদের লক্ষ্য—পৃথিবীর নোংরামিতে যাতে মানুষ না ডুবে গিয়ে ভগবানের দ্বারে পৌঁছতে পারে তার চেষ্টা আমরা করি। ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তার পথই সবার পথ—তা সে কেউ মানুক আর নাই মানুক।

সূর্যকিরণ। কারো সাড়া আপনি পেয়েছেন ?

মাধুরী। আশ্রমের প্রতিটি লোকই তার জাগ্রত প্রমাণ।

সূর্যকিরণ। আমি যদি বলি যে কোথাও সাড়া আপনি পাননি, কারণ মানুষের প্রথম ও প্রধান চাহিদা ভগবান নয়।

মাধুরী। ব'লতে আপনি পারেন তবে সত্যি বলা হবে না। আজ মানুষের প্রথম ও প্রধান চাহিদা যদি ভগবানই হ'তো তবে পৃথিবী নোংরামিতে ভরে যেত না—মানুষ যদি জানতো কী তার সত্যিকারের চাহিদা—

সূর্যকিরণ। মানুষের সত্যকার চাহিদা—খেয়ে প'রে, সুখে স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠা নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকা—

মাধুরী। ওখানেই মানুষের চাহিদা শেষ হওয়া মানে তার মৃত্যু। একটা কুকুর একটুকরো মাংসের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে

থাকে, মানুষও যদি তার আহার্যের দিকে জীবন ভ'রে মনোনিবেশ ক'বে রইলো—তবে কুকুর আব মানুষে তফাৎ কি রইলো সূর্যকিরণ বাবু? সৃষ্টি-জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সে তার লোভেব জন্য নয়—সে তার নিজেব ভেতব পবম সত্যকে প্রতিফলিত কবার ক্ষমতার জন্য জানবেন—তাব অন্তবেব সৃজনী শক্তি দিয়ে—

সূর্যকিবণ। হ্যাঁ, সৃজনীশক্তি মানুষেব আছে। আজ চেয়ে দেখুন পৃথিবীতে মানুষ কী সৃষ্টি ক'বেছে। বিজ্ঞানেব সাহায্যে—

মাধুরী। বিজ্ঞানেব সাহায্যে বাঁচবাব পথটা সুগম হয়নি সূর্যকিবণবাবু, বিজ্ঞানেব সাহায্যে ধ্বংসেব পথটাই প্রশস্ত ক'বেছেন আপনাবা—

(হালদাবের প্রবেশ ও সূর্যকিবণের ইসারায় পুনঃ প্রস্থান)

সূর্যকিরণ। I see, I see যাক্, আপনি তাহ'লে বলতে চান, আপনাব আশ্রমে যত লোক আছেন তাঁদেব লক্ষ্য ভগবান?

মাধুবী। নিশ্চয়ই।

সূর্যকিবণ। বিশ্বাস হয়না।

মাধুবী। কী আপনাব বিশ্বাস?

সূর্যকিরণ। আমাব বিশ্বাস--পৃথিবীতে তাঁদের সংগ্রাম করার শক্তি নেই, তাই এখানকার সহজ জীবনযাত্রাটাই বেছে নিয়েছেন তাঁরা—বা এমনও হ'তে পারে, অন্য কোন ব্যর্থতা ভুলে থাকবার আয়োজন।

মাধুরী। আপনার ভুল—এ আপনার ভুল ধারণা। ঐশ্বর্যের ভারে আপনি অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন—তাই

মানুষের কোমল বৃত্তির ওপর—তার একনিষ্ঠতার ওপর আস্থা খুঁজে পান না,—বা এমনও হ'তে পাবে যে আমাদেব আদর্শে শ্রদ্ধা দেখালে পাছে আমবা চেপে ধরি আশ্রমটী ছেড়ে দিতে। কিন্তু আপনাব সে ভয় নেই—দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেব দুঃখে সমবেদনায় তাদেবই জন্যে আমরা তো ভিক্ষা চেয়েছিলাম মাত্র, যা দিলে আপনাব বিপুলবৈভব একটুও ক্ষুন্ন হ'তো না।

সূর্যকিবণ। ভিক্ষা আমি কাউকে দিই না—ভিক্ষা দিলে ভিখারীব সংখ্যাই বাড়ে—দৈন্য ঘোচেনা। আর তা ছাড়া, আপনার এই আশ্রমের জমিতে এমন কাবখানা সৃষ্টি ক'রবো (দৃষ্টি কল্পনা সুলভ) যেখানে বহুলোকেব রোজগারের পথ ক'রে দেবো—তাতে মানুষেব জীবনযাত্রা সম্মানজনক হবে—

মাধুরী। তাব মানে ?

সূর্যকিরণ। ভিক্ষা কবাকে আমি প্রশ্রয় দিইনা, বোজগারের পথ খুলে দিয়ে মানুষকে কর্মঠ ক'বে তুলে তাদের আত্ম-বিশ্বাস ও মর্যাদা এনে দিই—যা আপনারা পারেননি—পারেন না—পারবেন না। আপনারা এক হাতে এক মুঠো ভাত আর এক হাতে গীতা নিয়ে তাদের আহ্বান কবেন। তারা ভোলে কোনটা দেখে জানেন ? গীতা দেখে নয়—ভাতটাই তাদের লক্ষ্য।

মাধুরী। আপনার যুক্তিতে যতখানি শক্তি আছে ততখানি সত্যতা থাকলে সুখী হ'তাম। মানুষের দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয়ত ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু পারেন

না তাদেব ভেতবেব মানুষটাকে জাগিয়ে দিতে। যাক্ সে কথা। আচ্ছা, ভগবানেব বাজ্যে কটা লোকেব স্বচ্ছল জীবনযাত্রাব পথ কবে দেবাব দম্ভ কবেন আপনি ?

সূর্যকিরণ। ভগবানেব বাজ্য !! হাঃ হাঃ হাঃ—ভগবানেব বাজ্য নয়, বলুন অর্থবানেব বাজ্য। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত এক দুর্দমনীয় শক্তি বিবাজ কবছে—যে শক্তিকে বাদ দিলে পৃথিবী এক মিনিটে অচল হযে যায়, সে হচ্ছে অর্থ—যাব চেযে বড সত্য আব কিছু নেই।

মাধুবী। (অন্ধ স্বগত) আশ্চর্য। (রুদ্রকে) শুনুন, বৈচিত্রে ভরা এ পৃথিবী। এমনও হতে পাবে—আজকেব এই সূর্যকিরণ রুদ্র দুদিন বাদে পথেব ভিখাবী হযে যেতে পাবে—সেদিন ভিক্ষে চাইতে গেলে আজকেব এই সূর্যকিবণেব মত কেউ যদি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কবে—তখন ?

সূর্যকিবণ। আপনি ব্যস্ত হবেন না—আমি দীনদবিদ্র হযে যেতে পাবি, কিন্তু ভিক্ষা কবাব শিক্ষা আমি পাইনি। নিজেকে না খাইয়ে বাখার মত দুর্বল আমি নই।

মাধুরী। দুর্বল সবলের কথা এ নয়—এ অদৃষ্টেব কথা। আপনি ব'লতে পাবেন যে আজ আপনিই বা কেন সুখে স্বচ্ছন্দে অপব্যয়ে উচ্ছৃংখলতায় জীবন কাটিযে যেতে পারছেন—আব ঐ যে হাজাব হাজাব লোক একমুঠো ভাতের জন্য হা হতাশ ক'রে বেড়াচ্ছে—কেন বলুন তো ? এর পেছনে কি কোন অদৃশ্য শক্তি নেই।

সূর্যকিরণ। অদৃশ্য শক্তি? হুঃ। শুনুন, অদৃষ্ট মানুষেরই সৃষ্টি জানবেন। হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে হা হুতাশই করে—সেইটাই তাদের সব চেয়ে বড দুর্বলতা।

মাধুবী। আপনি কি ক'রতে উপদেশ দেন তাদের?

(বিদ্রূপাত্মক সুরে)

সূর্যকিরণ। তারা ডাকাতি করুক। খাবারের দোকানের দিকে তাবা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তবু কেড়ে খাবাব সৎসাহস তাদের নেই।

মাধুরী। যদি তারা তা-ই করে তবে আপনাদের অভিযানের পথ খুব মসৃণ থাকবে ব'লে মনে করেন?

সূর্যকিরণ। আমাদের ওপব যদি তাদেব সত্যিকারেব আক্রোশ থাকতো তবে তাদের শবেব ওপর দিয়ে আমবা যে বিলাসের অভিযান চালাই—তারা সে মোটবগুলি ভেঙ্গে চুরে গুড়িয়ে দিত। সে শক্তি তাদের নেই—যেদিন সে শক্তি আসবে সেদিন দেখবেন কেউ না খেয়ে তো নেইই বরং সবাই একমাপে পা ফেলে চলেছে—সবাই সমান হয়ে গেছে।

মাধুরী। সে শক্তিকে তো আপনারাই হরণ করেছেন। যুগ যুগ ধ'রে চক্রান্ত ক'রে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এসেছেন—আপনারাই তো—

সূর্যকিরণ। (রাগত ভাবে) না—না, সে শক্তিকে হরণ করেছেন আপনারাই, আপনারাই তাদের মনে গ'ড়ে তুলেছেন স্বর্গের আশ্বাস, নরকের ভীতি, মোক্ষের আনন্দ

আপনারাই তাদের মনে এঁকেছেন অদৃষ্টবাদ। তাই, তাই তাদের মেরুদণ্ড গেছে ভেঙ্গে, মন হ'য়েছে ভীরু, দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ, স্বাস্থ্য হয়েছে শীর্ণ। ভেতরের মানুষকে জাগাতে গিয়ে কী সুন্দর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। চমৎকার!

মাধুরী। আপনি কি জেগে আছেন ব'লে মনে করেন?

সূর্যকিরণ। নিশ্চয়ই—ভগবান ভগবান ব'লে চেঁচামেচি ক'রছেন, যা নেই—তাই পাবার চেষ্টা। একদিন মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করেছিল আজ মানুষই তার শক্তি দিয়ে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। যান্ দিল্লীতে—দেখবেন Birla's Temple—যান বৃন্দাবনে—দেখবেন Shahji's Temple. মন্দিরের বিগ্রহের নাম কেউ ভুলেও উল্লেখ করে না।

মাধুরী। (দৃঢ় কণ্ঠে) আপনার সত্য নিয়ে আপনি থাকুন পৃথিবীর যে জৌলুস আপনাদের নেশাগ্রস্ত ক'রেছে—মোহাচ্ছন্ন ক'রেছে—আমাদের কাছে তা অর্থহীন। আমরা আমাদের পথেই চলবো, কখনো বিচ্যুত হবোনা। (প্রস্থানোদ্যত)

সূর্যকিরণ। (রুদ্রকণ্ঠে) এত বড় দম্ভ আপনার?

মাধুরী। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) দম্ভ নয় সংকল্প। (প্রস্থানোদ্যত)

সূর্যকিরণ। (রুদ্রকণ্ঠে) শুনুন, ঐ সংকল্পকে ধূলিসাৎ করার ক্ষমতা আমি রাখি। সে শক্তি আপনাদের ঐ ভগবানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। চেয়ে দেখুন:

(মাধুরী সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সূর্যকিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল অবোধভাবে—কারণ সূর্যকিরণের ঐ উক্তিতে সে কিছু প্রলয়ের সংকেত দেখিতেছে)

চেয়ে দেখুন—একদিকে আমার Ammunition Factory আর একদিকে Chemical Industry— এক হাতে সংহার আর এক হাতে পালন—আমিই ভগবান। আমি দেখাবো আপনার গীতার আহ্বান আর আমার অস্ত্রের আহ্বান—কোনটা শক্তিশালী। কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় আর যন্ত্রের কোলাহলে এই আশ্রমকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেব—

(মাধুরীর চক্ষু ছলছলিয়া উঠিল বোধ হয় রুদ্রের সর্বশেষ কথাটাই তাহার কারণ। সূর্যকিরণ অকস্মাৎ মাধুরীর চক্ষে জল দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল কোন এক মন্ত্রের মোহে। এক পা অগ্রসর হইয়া অস্বাভাবিক নম্র কণ্ঠে বলিল)

আপনি ··আপনি · (অর্থাৎ বলিতে চায় 'আপনি কাঁদছেন' !!)

আমার কথার নিষ্ঠুরতাটুকই দেখলেন—সত্যটুকু খুঁজে পেলেন না— (হালদারের প্রবেশ)

হালদার। স্যার, আমি অনেকক্ষণ·····

সূর্যকিরণ। (হালদারের প্রতি প্রভুসাদৃশ কণ্ঠে) Oh yes. (মাধুরীর প্রতি প্রণয়াসক্তের ভদ্রতায়) নমস্কার··

—(মাধুরী স্তব্ধ)— (প্রস্থান)

—কাটিন—

ষষ্ঠ দৃশ্য

সময়—রাত্রি।

(সূর্যকিরণের নন্দনপুরস্থ বাসস্থানের শয়ন কক্ষ—ধনগৌরবে উজ্জল। মাঝখানে একটা বড় টেবিল—অনেক কাগজ-পত্রের ভীড় সেখানে। একটা ফোন—মাথায় টুপি পরানো টেবিল আলোদানি। রাম সাজানো ঘর বার বার সাজাইতেছে। আর ভাবিতেছে কখন সূর্যকিরণ ফিরিবে। টেলিফোন বাজিয়া উঠিল)

রাম। এই সেরেছে আবার ফোন 'ওর কথা যে আমি ভালো বুঝতে পারিনা তবু কি বেহাই আছে?—(ফোন ধরিল) হ্যালো, এ্যাঁ?' ?এ্যাঁ রুদস্থুব সাহেব?' 'না, নেই 'অফিসে আছে বোধ হয়। এ্যা 'নেই? তাহ'লে আর কি ক'রবো? এ্যাঁ দিল্লী যাওয়া? ''বাতিল করে দিয়েছে কবে যাবে? জানিনা। 'কে দেখা করবে কথা ছিল? কে?'''নামটা জোরে বলুন'''কি সন্ উইলসন্'''''আচ্ছা বলবো''''''হ্যাঁ, ব'লবো যে কোলকাতার অফিসের ম্যানেজার বলছিল'''এ্যাঁ?''' আমি? আমি রাম। এ্যাঁ ''হ্যাঁ'''ভালই আছি বোধ হয়'''আচ্ছা''' আচ্ছা -(ফোনটি রাখিল) যত সব দিনে একশোবার ফোন কী যে এত ব্যাজোর ব্যাজোর কথা'''হুঁঃ (রাম ভুলিল) কি নামটা যেন ?''উইলসন্ নামটা মনে রাখতে হবে···

(সূর্যকিরণের প্রবেশ। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর)

এই যে কিরণ, কোলকাতার ম্যানেজার ফোন করছিল—কে সাহেব দিল্লীতে···(মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গিয়া কাছে আসিয়া) একি কিরণ! অসুখ ক'রেছে নাকি? কি হয়েছে কিরণ বল, বল আমায় বল ··

সূর্যকিরণ। এঁ্যা রামদা···না, কৈ কিছুই তো···অসুখ? না তো···

রাম। না না লুকোসনি দাদা কোনদিন তো এমন তোর চেহারা দেখিনি, বল—

সূর্যকিরণ। না রামদা, অসুখটসুক নয়—

রাম। [উদ্বিগ্ন সুরে] তবে এমন মুখের ছিরি এখন আমি কী করি · এই বুড়ো বয়সে আমি এখন ··

সূর্যকিরণ। না রামদা, তুমি ব্যস্ত হয়োনা। আমি ভালোই আছি। হ্যাঁ, কি বলছিলে?

(রুদ্র খানিকটা সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়াছে)

রাম। ঐ যে কে সাহেব কি নামটা ছাই, কি সন্···

সূর্যকিরণ। উইলসন্ (ব্যস্ত সমস্ত ভাবে) হ্যাঁ···তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল দিল্লীতে—কিন্তু দিল্লীতে তো এখন যাওয়া হলো না। কত কায এখনো বাকি! কালকের ভেতরই ওগুলো আমায়······

(বলিয়া টেবিলে রক্ষিত ফাইল পত্রের কাছে গিয়া সেগুলি ঘাটা ঘাটি করিতে সুরু করিল। কর্মপ্রবণতার ভাব আসিল তাহার মুখে)

উঃ কত কায !!…কাযের পর কায… তারপর কায…
আবার কায · যেন অনন্তে মিশে গেছে (ব্যস্ততা মন্থর হইযা আসিল) অথচ ··ওরা কেমন করে দিনের পর দিন অকাযের ব্যস্ততায নিজেদের ভুলিয়ে রেখেছে !!

রাম। (তাহার কাযের ফাঁকে) কাদের কথা বলছ ?

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ !! হ্যাঁ—ঐ ওরা ঐ যে আশ্রমের, ঐ যে সব হুঁঃ (তাচ্ছিল্য) জানো রামদা ? ওরা বলে ভগবান ··rubbish

রাম। তোর সঙ্গে থেকে থেকে ও নামটা প্রায ভুলেই গিছলুম। কিন্তু · কিন্তু আমার যে সময ফুরিয়ে এসেছে এখন ও নামটা যে আমায় নিতেই হবে দাদা · ·

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ, তুমিও। nonsense যাক্‌গে এখন কায (পাইপ ধরাইযা) তুমি যাও রামদা—

রাম। যাবো তা খেযে দেযে নাও—রাত তো কম হলো না···
পৃথিবীতে কেউ কি আর জেগে আছে আর কতক্ষণ আমি ·

সূর্যকিরণ। না না খাবোনা খিদে নেই।

রাম। খিদে নেই। এ সব কি কথা—এ রকম তো কখনো শুনিনি। এখানে এসেই সব কেমন উদ্ভট দেখছি।
খিদে নেই, হুঁঃ।

সূর্যকিরণ। এখন কাযের সময়; কথা বলবার সময় নেই—
তুমি যাও।

রাম। হুঁ কায ! (ঘরের এটা ওটা নাড়ানাড়ি করিতে লাগিল·· খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ)—

সূর্যকিরণ। (হঠাৎ) রামদা—

রাম। উ—

সূর্যকিরণ। আচ্ছা, তুমি···ঐ আশ্রমের··ঐ পরিচালিকাকে দেখেছ ?

রাম। এঁ্যা কে ? ··ঐ ··হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছি একদিন। আঃ যেন লক্ষ্মীপিতিমে · আহা কী রূপ···

সূর্যকিরণ। (ধ্যান গম্ভীর সুরে) ঐ রূপ পৃথিবীকে মুগ্ধ করে, ঐ অশ্রু পৃথিবীকে সমাহিত করে ··অথচ

রাম। কি বলছ ?

সূর্যকিরণ। (সম্বিতে) এঁ্যা · না ··না·· কিছু না···(দৃঢ়কণ্ঠে) এখন আব একটী কথাও নয় ··যাও তুমি যাও···

রাম। বেশ চললুম · (প্রস্থান)

(সূর্যকিরণ কায করিতে লাগিল। অর্থাৎ চেষ্টা করিতে লাগিল কিছুতেই মন সংযুক্ত হইতে পারিতেছে না—কোথায় যেন মন ছুটিয়া যাইতে চায়—চুরুট টানিতেছে আর ছটফট করিতেছে—)

সূর্যকিবণ। নাঃ—(উঠিয়া আসিয়া জানালাটী খুলিয়া দিল। এক ঝলক জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িল ঘরে। সূর্যকিরণ দেখিল উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নালোক। যেন হঠাৎ বদলাইয়া গেল সে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেতারের মৃদুগুঞ্জন ক্রমেই মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। ফিরিয়া আসিল ঘরের মাঝে। আবার গেল জানালার কাছে—মুখ বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিল। সুরদাসের গান সেতারের ঝংকার অতিক্রম করিয়া রাত্রির স্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সূর্যকিরণ দর্শকের দিকে চাহিল, দেখা গেল এক নিবিড় আকুলি বিকুলি—এক মধুর দুর্বলতার সুস্পষ্ট ছাপ তাহার মুখে চোখে)

সূর্যকিরণ। (মন্ত্রমুগ্ধ সুরে) একি !···একি !!···কার গান !··· কে গাইছে···এ সব কি !···তবে কি আমি এই আশ্রমটা·· কিন্তু কেন···কে সে আমার ?···তবু, তবু সে অদ্ভুত···অপূর্ব···

[মাইকে প্রক্ষেপন]

মাইক। সূর্যকিরণ।

সূর্যকিরণ। কে !!

মাইক। আমি তোমার ভেতরের সূর্যকিরণ—

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ !!

মাইক। কত আর ফাঁকি দেবে নিজেকে ?

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ !!!

মাইক। ভগবান মানো না জানি—কিন্তু ভালবাসা ?

সূর্যকিরণ। না—না—

মাইক। ধরা পড়ে গেছো যে—

সূর্যকিরণ। না—না—না—না—অসম্ভব। আমি—আমি—

ভালবাসা ? that idler's dream ? No,never... [উন্মত্তের মত] I have my work and money ...money and work.. work and money— [ক্রমশঃ কণ্ঠ স্তিমিত হইয়া আসিল—সংগীত মুখর হইয়া উঠিল—হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে] Oh that music ...that moonlight...paralysation of energy.

(সংগীত প্রবল হইয়া উঠিল—কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না—হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। স্তব্ধ হইয়া গেল সংগীত। চাঁদের আলো মুছিয়া গেল।)

I am still Surjakiran Rudra . আমি···আমি-

(ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে হঠাৎ টেলিফোন ধরিল)

Hallo. Extn. 35...Hallo...Yes Rudra speaking. হালদার ··এঁ্যা ঘুমুচ্ছে ? ডেকে দাও এখুনি। [আত্মগত সুরে] এই স্বপ্নের রাজ্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। পৃথিবীটা ভাবপ্রবণতার লীলাভূমি নয়—এটা কর্মক্ষেত্র ··Yes Halder ? আচ্ছা, বলতে পারো ঐ আশ্রমে কত লোক আছে ? হ্যাঁ দরকার আছে·· কত ?···দু'তিনশো ?···ঠিক আছে·· হালদার আমি চাই তুমি ওদের প্রত্যেককে আমার এই কারখানায় বা অন্য কোন কারখানায় ঢুকিয়ে নাও। এঁ্যা ··কেন ? হ্যাঁ···কারণ নিশ্চয় আছে···What ? চেষ্টা নয়···you must do it at any cost. যত টাকা লাগে do it...start it at once...আর হ্যাঁ ··mind you তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জল · স্যার স্যার নয়···কায চাই এই কাযটা তোমাকে·· এঁ্যা ? ওদের বোঝাবে—ওদের পথ মৃত্যুর পথ ··বেচে থাকতে হ'লে এই দুনিয়ায়···এঁ্যা·· আশংকা ? What's that ? কার কথা বলছ···পরিচালিকা ? ও··· [ক্ষণিক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা সে আমি দিল্লীতে মাকে চিঠি লিখে—তাঁকে দিল্লীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো··· এঁ্যা কে ?···সুরদাস ? Who is he ?···গান গায় ? ও হ্যাঁ [ত্রস্তস্বরে] ওর গান আমি শুনেছি···এখুনি গাইছিল···ও যাদু জানে······Any way, you

must do it. Remember তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল···অন্যায় ? Surely not. মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের পথে তাদের—why don't you ask your conscience ? That's all right.

(টেলিফোন রাখিয়া পৈশাচিক উল্লাসে বীভৎস ভাবে) Now ?—What then ? বামদা—রামদা

(বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড হইলে যেরূপ ভাব হয় সেইভাবে বামের প্রবেশ)

বাম। কি হ'য়েছে কিবণ—ঘুমোস্‌নি এখনো---এ সব কী স্রুক কবেছিস্‌ !

স্র্যকিবণ। বামদা —ওবা ভগবান দেখায়—ওবা জানেনা আমায়। আমাব শক্তি আছে—যুক্তি আছে.—আত্মবিশ্বাস আছে—আমি সূর্যকিরণ রুদ্র। আমাব মত মনোভাব নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি জন্মাতো এই ভারতবর্ষে, তবে হয় ওদেব ঐ আপিংএর নেশা একেবাবে ছুটে যেত—নয়ত ওদের ভগবান সমেত ওরা চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে যেত। সংকল্প—সংকল্প—হাঃ—হাঃ—হাঃ

(অট্টহাস্য)

বাম। কিবণ —কিরণ—কিবণ—

—ঃ কার্টেন ঃ-

সপ্তম দৃশ্য

[বেদী সংলগ্ন আশ্রমের সেই প্রাংগণ। সময় অপরাহ্ণ।
মাধুরী, গিরীন্দ্র, নিরঞ্জন আরো তিন চার জন
ব্রহ্মচারী—অঘোর ও হরিদাস]

গিরীন্দ্র। ভুবন তো এখনো আস্‌ছে না। আমি তাকে ব'লেছি সাড়ে চারটের ভেতর আস্‌তে —ট্রেন ছ'টায়—

মাধুরী। (অন্য মনে) অদ্ভুত – সত্যিই অদ্ভুত !!

গিরীন্দ্র। কী মাধুরীদি ?

মাধুরী। কোন সেই দিল্লী থেকে একজন অপরিচিতা ইংরেজ মহিলা সাহায্য করবার জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এতখানি হৃদয়বত্তা—অথচ—অথচ—

গিরীন্দ্র। অথচ কী ?

মাধুরী। অথচ এই একজন আমাদেরই দেশের মানুষ—তার কী নিষ্ঠুর অভিমত আমাদের এই আদর্শের ওপর ! অদ্ভুত—

গিরীন্দ্র। তুমি কার কথা ব'লছ মাধুরীদি ?

মাধুরী। ঐ যে—ঐ সূর্যকিরণ রুদ্র।

গিরীন্দ্র। ও,—ও একটা দানব, ওকে মানুষ বলা যায়না—

মাধুরী। হুঁ (উদাসীন মৃদু হাসি। সূর্যকিরণের অনাবিল নিষ্ঠুরতা ও বন্যতা মাধুরীর কাছে গভীর পীড়াদায়ক, তবু সেই সূর্যকিরণের প্রতি এক দুর্জ্ঞেয় স্তুতির স্ফুরণ ঐ হাসিতে সুস্পষ্ট)

গিরীন্দ্র। কিন্তু মাধুরীদি, এমনি অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমার অতদূরের পথ একা যাওয়া কি ঠিক ? আমি জানি, তুমি দুদিন উপবাসী।

মাধুরী। (ম্লান হাসিয়া) শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে কি আমাদের ব'সে থাকা উচিত গিরীনদা ? শরীরের সর্বশেষ শক্তি পর্যন্ত আমাদের কায করে যেতে হবে। এমনি ভাবে পথ চ'লতে চ'লতে যেদিন মৃত্যু আসবে, সেদিন পরমনির্ভরতায় পরমবৈরাগীর মত পথের পাশেই শুয়ে পড়বো—এই তো আমাদের ধর্ম।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ মাধুরীদি-

মাধুরী। কি ভাই ?

নিরঞ্জন। তুমি যে দিল্লী যাচ্ছ একলা, বাড়ী চিনতে পাববে তো ? ঐ কার নাম ব'ললে, Ellis না কি—যিনি চিঠি লিখেছেন, তার বাড়ী তুমি চিন্‌তে পাববে তো ?

মাধুরী। সে ভয় নেই তোমাদের ভাই। চিঠিতে ঠিকানা আছে। আমি কি পাববো না বাড়ী খুঁজে নিতে ? পারতেই হ'বে যে ভাই—এমনি দিনে অযাচিত ভাবে যে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে—সে নিজের ইচ্ছায় আসছে না—এর পেছনে ভগবানের ইংগিত আছে জেনো। তাই সে মহিলার সঙ্গে দেখা আমার হবেই—আর সে ব্যবস্থা দৈবইচ্ছাতেই ঠিক হয়ে আছে—কিন্তু, ভুবন যে এখনো—

গিরীন্দ্র। চল না আমিই তোমায় ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি—

মাধুরী। না গিরীনদা—আমি থাকবো না, তাই আমি চাইনা—আমার অবর্তমানে তুমি একমূহুর্তের জন্যেও আশ্রম ছেড়ে কোথাও যাও। কোথায় যেন আমার আশংকা ! (ব্রহ্মচারিদের প্রতি) আর তোমরা ভাই সবাই এ

ক'টাদিন যে যার কায নিয়মিত করবে, আমি ছয় সাত দিনেব ভেতরেই ফিবে আসবো।

গিবীন্দ্র। মাধুবীদি, সুবদাসেব সঙ্গে দেখা ক'বেছ?

মাধুরী। হ্যাঁ, আমি তাকে বললুম সব—

গিরীন্দ্র। কি ব'ললে সুবদাস?

মাধুরী। শুধু হাসলো—সত্যি গিরীনদা, ওব সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই—ও ভিন্ন জগতের মানুষ, তাই হাসি দিয়ে সব উপেক্ষা ক'বতে পাবে।

(ভুবনেব প্রবেশ)

গিবীন্দ্র। এই যে ভুবন—তুমি এত দেরী ক'রে এলে? এদিকে ট্রেনেব—

ভুবন। আমি তো আসছিলাম ঠিক সময়েই—কিন্তু একজন—ভদ্রলোক আমায় দাঁড় কবিয়ে চোদ্দ বকম কথা জিজ্ঞেস্ করতে সুরু ক'বলো—কেন আশ্রমে এসেছি কতদিন এসেছি— এই সব বাজে কথা যত—

মাধুরী। কে সে ভুবন?

ভুবন। কে জানে—সঙ্গে একজন মেয়েছেলেও ছিল। যাক্‌গে চল, তুমি তৈবী তো মাধুরীদি?

মাধুরী। হ্যাঁ, চল।

(মাধুরী বেদীর নিকট যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল—সকলে চাহিয়া রহিল মাধুরীর দিকে—কারুণ্যে ভরা সে চাহনি, দূরে সংগীত শোনা যায় মাধুরী প্রণামান্তে সকলের কাছে আসিয়া আশ্রমের চতুর্দিকে একবার সজল দৃষ্টিতে চাহিল)

মাধুরী। আমি যাই, ভাই—

গিরীন্দ্র। (ব্যথিত সুরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এসো মাধুরীদি—

(মাধুরী ও ভুবনের প্রস্থান দক্ষিণ দিক দিয়া—গিরীন্দ্র ইত্যাদির প্রস্থান বাম দিক দিয়া—নেপথ্যে করুণ সংগীত। কিছুক্ষণ পর মিস্ সেন ও সরকারের প্রবেশ)

সরকার। তোমার জন্য আমি জান্ দিয়ে দিতে পারি, এতো ভারি কায—

মিস্ সেন। না না জান্ দিতে হবে না, আপনি শুধু আমার সঙ্গে থাকুন—তাহলেই হবে।

সরকার। তাহলেই হবে তো? বেশ। আমি কিন্তু Serious কথা কিছু ব'লতে পারবোনা।

মিস্ সেন। না না, আপনাকে কিছুই ব'লতে হবেনা। হালদার সাহেবের নির্দেশ মত আমি কায ক'রে যাবো, আপনি শুধু মাঝে মাঝে আমার কথায় সায় দিয়ে যাবেন।

সরকার। সায় দিয়ে যাবো? তা সায় দিয়ে যেতে আমি খুব পারবো। কেরাণীর কায করি—সায় না দিলে চাকরী রাখা···বুঝতে পারছ না?···

মিস্ সেন। বুঝেছি···

সরকার। কিন্তু কাযটা খুব কঠিন সেটা ভেবেছ?

মিস্ সেন। হুঁঃ—মানুষ ডুবে যাওয়ার ভয়ে খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে—আর ওদের এমনি সংকটের দিনে এত বড় আশ্বাস ওরা উপেক্ষা করবে ভেবেছেন?

সবকার। তা বলা যায় না—ওদের কি আর সে চিন্তা শক্তি আছে ?

মিস্ সেন। দেখুন না, ওদের একজনকে ঘায়েল ক'বতে পারলেই, সব্বাইকে—

সরকাব। সব্বাইকে ! তা যা বলেছ, ঝুড়িব একটা ফল প'চে গেলে যেমন সমস্ত ফলগুলোই—

মিস্ সেন। (সন্ত্রস্ত হইয়া) চুপ করুন—ঐ যে সেই সাধুজী আসছেন—

(নিবঞ্জনের প্রবেশ। সে বেদীতে প্রণাম কবিল)

এই যে সাধুজী প্রণাম (হাত তুলিয়া)

সবকার। আপনাব জন্যেই দাঁ—

(মিস্ সেন কটাক্ষ করাতে থামিয়া গেল)

নিরঞ্জন। ভগবান আপনাব মঙ্গল করুন—কিছু বলবেন ?

মিস্ সেন। আজ্ঞে, আমি কাল যা আপনাকে ব'লেছিলাম তা ভেবে দেখেছেন ?

নিবঞ্জন। হ্যাঁ, ও আমাদেব পক্ষে সম্ভব নয়। আমবা ভগবানের পূজারী—আপনাদের মত জীবন যাপন আমাদেব সম্ভব নয়।

সরকাব। কি বল্লেন ?

মিস্ সেন। (স্মিতহাস্যে) কেন, ভগবানের পূজা করার অধিকার কি আমাদের নেই ? আমাদের কি ভগবান সৃষ্টি কবেননি ?

নিরঞ্জন। না তা নয়—তবে কি জানেন, আমরা সন্যাসী।

মিস্ সেন। কেন, আপনিই তো কাল বল্লেন—যে ঘরদোর ছিল না—সহায় সম্বল ছিল না—তাই সন্যাসী হ'য়েছেন-

নতুবা সন্ন্যাসী হয়েই তো আর জন্মাননি—কি বলুন—বলুন—

—(নিরঞ্জন নীরব)—

সরকার। আচ্ছা সাধুজি, আপনারা তো আর মাত্র দিন দশেক এখানে থাকতে পারবেন—পরে কোথায় যাবেন ?

নিরঞ্জন। (অনুদগ্রীব কণ্ঠে) তা তো জানিনা—

মিস্ সেন। (উত্তেজিত কণ্ঠে) শুনুন, সজীব আর সচল জীবন যাপন ক'রতে চান ?

নিরঞ্জন। তার মানে ?

মিস সেন। ভেবে দেখুন—এখান থেকে চলে যাবার পর কোথাও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—ভিক্ষে চাইলে কেউ ভিক্ষে দেবে না—কেউ সহানুভূতি জানাতে আসবেনা—মৃত্যু ছাড়া গতি নেই—ভগবানকে ডাকার অবকাশও তখন পাবেন না। তার চেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবেন—সেই কি ভালো নয়? দেহ পরিতৃপ্ত হ'লে আত্মা ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তখন দেখবেন ভগবান আপনার কাছেই আছে—দূরে স'রে যায়নি।

নিরঞ্জন। (হতভম্বের মত) না না আপনি এ সব কি বলছেন ?

মিস্ সেন। আপনি আমায় অস্বীকার ক'রতে পারেন ? পারেন না। দেখুন (একতাড়া নোট বাহির করিয়া) নিন্ ··

নিরঞ্জন। এ্যাঁ !! এ যে টাকা !!!

মিস্ সেন। হ্যাঁ, টাকা নিন্ ··

নিরঞ্জন। এত টাকা !! আমি কেন ? ওদিয়ে—ওদিয়ে—আমি কি ক'রবো ?

মিস্ সেন। ও দিয়ে আপনি কি করবেন! টাকাকে অবজ্ঞা করবেন না···ঐটেই জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য। এখনো বুঝতে পারছেন না যে ঐটের অভাবেই আপনাদের এতবড় আশ্রম উঠে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন। (সভয়ে) এ্যাঁ !!

মিস্ সেন। শুনুন, সুযোগ একবার বৈ দু'বার আসে না। কেন এমনি করে আত্মহত্যা করছেন? আপনাকে আমরা চাক্‌রী দেব। আসুন বাঁচতে শিখুন। (টাকার নোটগুলি দিতে গেল) এই নিন—

নিরঞ্জন। এ গুলো—আমি—মাধুরীদি যদি জানতে পারে!

মিস্ সেন। না—না—সে ভয় নেই—তিনি জানতে পারবেন না—কেউই জানতে পারবে না। আপনি যান্ আপনাদের সবাইকে গিয়ে বোঝান—আপনি যা বুঝলেন।

নিরঞ্জন। আমি! আমি !!

মিস্ সেন। হ্যাঁ, আপনি। এই নিন টাকা।

নিরঞ্জন। এ্যাঁ, না, না—ওগুলো আপনার কাছেই থাক্—আমি সবাইকে বোঝাব—আর···আর··

মিস্ সেন। আর কি?

নিরঞ্জন। [দ্রুত নিঃশ্বাসে] আর ওরা যদি রাজী হয় কারখানায় নিয়ে যাবো। আমি যাই—আমি যাই—

[পলায়নের মত তার প্রস্থান]

মিস্ সেন। [উচ্ছলতায়] দেখলেন তো···

(সরকার ইতিমধ্যে দু'পা পিছাইয়া যুক্তকরে মিস্ সেনকে সাড়ম্বরে একটা প্রণাম করার ঘটা করিতেছে দেখিয়া)

মিস্ সেন। ও আবার কি হচ্ছে? [হাস্যোচ্ছল ভাবে]

সরকার। [গদগদ কণ্ঠে] এতদিনে বুঝলুম যে মেয়েছেলে সত্যিই dangerous

মিস্ সেন। [লাস্যময়ী] হ্যাঁ, dangerous, তবে আপনার ক্ষেত্রে নই—যাক্‌গে চলুন। আরো কায আছে—

(হাত ধরিয়া প্রস্থান করিবে এমনি সময়ে হালদারের প্রবেশ—খুব গম্ভীর—মিস সেন ও সরকার বিচ্ছিন্ন হইয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল)

হালদার। মিস্ সেন—আমি দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম—

(মিস্ সেন ও সরকার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া লইল)

Grand success Miss Sen, আর যেগুলি বলেছি ভুলবেন না। আর সরকার—

সরকার। (ঘাবড়াইয়া গেয়া তোতলামি সুরু করিল, আগাইয়া আসিয়া) স্যা · স্যা · স্যা ··

হালদার। আচ্ছা থাক্ যাও— [সরকার ও সেনের প্রস্থান]

(হালদার সিগারেট ধরাইল এদিক ওদিক তাকাইল·· ঘড়ি দেখিল—মনে হয় সে কাহারো অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যাপ্রদীপ ও মালা হাতে সুমিতার প্রবেশ—হালদার তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলিয়া দিল।)

হালদার। [হাত তুলিয়া] নমস্কার ··

সুমিতা। [মালা ও প্রদীপ সমেত হাত তুলিয়া কোনমতে] নমস্কার···হঠাৎ এখানে ··[সৌজন্যের অভিব্যক্তি]

হালদার। না—এই সান্ধ্যভ্রমণ আর কি।

সুমিতা। (সরল কৌতূহলে) কই, আর তো কখনো দেখিনি। আমি তো রোজই এখানে এমনি সময়ে পূজো দিতে আসি।

হালদার। [কিঞ্চিৎ হাল্কাসুরে] আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে তো আর আমার সান্ধ্যভ্রমণ নয়—বা আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে আপনার এই পূজো দিতে আসাও নয়। আজকেরটা নিতান্তই আকস্মিক বলা যায়। এটা প্রাত্যহিক হোক—তাই কি আমরা কেউ চেয়েছি ?

সুমিতা। না—না, এ সব কথার সঙ্গে আমি অভ্যস্ত নই—

(ভীতজড়িত কণ্ঠে বলিয়া বেদীর দিকে অগ্রসর হইল—হালদার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—হঠাৎ বলিয়া উঠিল)

হালদার। দেখুন, ঐ মালা বেদীতে দেবেন ?

সুমিতা। হ্যাঁ, কেন ?

হালদার। আমার মনে হয় ও মালাটা ফেলে দিয়ে আর একটা নিয়ে আসা উচিত আপনার—

সুমিতা। কেন ? (সভয়ে)

হালদার। ঐ মালা হাতে আমাকে নমস্কার জানিয়েছেন—ওটা বোধ হয় আমাকেই সমর্পণ করা হ'য়ে গেছে

নিমেষে সুমিতার হাত হই'তে প্রদীপ আর মালা পড়িয়া গেল কারণ এ এক অনভ্যস্থ সুর তাহার বীণায় কে বাজাইতে সুরু করিয়াছে)

হালদার। এঃ পড়ে গেল ··

(বলিয়া হালদারও তুলিতে গেল, সুমিতাও তুলি'তে গেল—ঘটনাক্রমে দু'জনেই একসঙ্গে মালাটি ধরিয়া তুলিল। হাতের পরশে কোন যাদু প্রবিষ্ট হইয়া গেল সুমিতার দেহে মনে—ঘোর লাগা চোখে সে দু'পা আগাইয়া আসিল হালদারের দিকে—সম্পূর্ণ সমর্পণের দৃষ্টিতে চাহিল। হালদার মুগ্ধ ও স্তব্ধ।

অন্তরে তাহারও সমুদ্র কল্লোল। দূরে সাপুড়ের বাঁশীর উন্মাদনা। হঠাৎ সুমিতার সম্বিত ফিরিয়া আসিল, সে সত্বর পিছাইয়া গেল—পলাইয়া যাইতে চায় শরবিদ্ধ হরিণীর মত।)

হালদার। শুনুন—[পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর]

সুমিতা। না—না—না, আমি যাই, আমি যাই—

হালদার। (ব্যাকুল ভাবে) শুনুন, একটা জরুরী কথা ছিল—

সুমিতা। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া) মাধুরীদি দিল্লী থেকে এলে তাঁকে বলবেন।

হালদার। তিনি আর আসবেন না—

সুমতি। এ্যাঁ—(সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল) কেন ?

হালদার। এখানে আর আসবেন কেন ?

সুমিতা। আশ্রমে আর ·

হালদার। আশ্রম আর থাকছে কোথায় বলুন। সবাই তো প্রায় চাকরী বাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সুমিতা। কবে !!

হালদার। এই দু' একদিনের ভেতর।

সুমিতা। ও—

হালদার। তা আপনি কী ঠিক করলেন ?

সুমিতা। কিসের ?

হালদার। এখন কি করবেন ? সবাই তো যে যার পথ করে নিচ্ছে।

সুমিতা। (হতাশসূচক) আমার পথ—ভগবান জানেন।

হালদার। (আবেগ ভরে) শুধু ভগবান্ জানেন ! নিজের কথা আপনি একবারও ভেবে দেখবেন না ?

সুমিতা। [ক্ষুব্ধ বেদনায়] নিজের কথা। যেদিন বিধবা হলাম—

হালদার। আপনি বিধবা !! [আহত ভাব]

সুমিতা। হ্যাঁ, বিধবা। যেদিন বিধবা হ'লাম, সেদিন সবাই উপেক্ষা ক'রলো। অসহায় হয়ে ভগবানের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। ভগবানই আমায় এতদিন দেখেছেন—আজো তিনি—

হালদার। [দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে] ভগবান কিছুই করবেন না। এ পৃথিবীর রূপ আপনাদের জানা নেই— এ বড় নির্মম জায়গা। (অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে) সুখে, সচ্ছন্দে, সসম্মানে যদি বেচে থাকতে চান—তবে আসুন আমার সঙ্গে—(হাত বাড়াইয়া দিল)

সুমিতা। তার মানে—কী বলতে চান আপনি ! (হতচকিত)

হালদার। আপনি ভাবতে পারেন—যেদিন এ জায়গা ছেড়ে দিয়ে যাবেন—সেদিন থেকে প্রতিমূহূর্ত আপনার পক্ষে কত বিপজ্জনক ? আপনার ঐ বয়েস সে আপনার কত বড় শত্রু তা ভেবেছেন ? এই যুদ্ধ মানুষকে যে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে—তা আপনি জানেন না। সেই কুৎসিত দুনিয়ার মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিতে চান ?

সুমিতা। না—না —[সভয়ে]

(গিরীন্দ্রের প্রবেশ কিন্তু উপস্থিত কেহই লক্ষ্য করিল না।)

হালদার। [গভীর আশ্বাসের সুরে] তবে আসুন আমার সঙ্গে

[পুনরায় হাত বাড়াইয়া দিল]

সুমিতা। [শিশুর অসহায়তায়] আপনি—আপনি—আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ?

হালদার। [কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া খুব গম্ভীর সুরে] নিতান্ত কাযের খাতিরেই এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে জেনে—আপনার কথা শুনে— কর্তব্য ছাড়িয়েও আমার মন ব'লতে চাইছে—

সুমিতা। কী —

হালদার। (খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অকস্মাৎ বলিল) আপনি যদি সম্মতি দেন আপনাকে আমি আইন সম্মতভাবে বিয়ে করবো।

সুমিতা। এ্যাঁ —বিয়ে !!!

গিরীন্দ্র। (বজ্রকণ্ঠে) সুমিতা·

সুমিতা। (ক্রন্দনের সুরে) গিরীনদা।

গিরীন্দ্র। ওর কথার জবাব দিয়ে তুমি চ'লে এস।

(হালদার অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে দণ্ডায়মান)

গিরীন্দ্র। সুমিতা বল, জবাব দাও, শুনিয়ে দাও—

সুমিতা। গিরীনদা · গিরীনদা ··[ক্ষীণ এবং অসহায় সুরে]

হালদার। জবাব আপনি পাবেন না—তবে আমি পেয়েছি।

গিরীন্দ্র। (যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। সুমিতাকে) শেষে তুমি !!

হালদার। (কথা কাড়িয়া লইয়া) শুনুন গিরীন্দ্রবাবু, আপনাদের সবাইকে আমি চাকরীতে বহাল করে নিচ্ছি। আপনি যদি রাজী থাকেন তবে আপনাকে তিনশো টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজী আছি। (বলিয়া গিরীন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া সুমিতার নিতান্ত কাছে আসিয়া মধুর কণ্ঠে) কাল সকালে আমি আবার আসবো। (প্রস্থান)

(সুমিতা অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্থানুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। গিরীন্দ্রের দ্রুত নিঃশ্বাসের উত্থান পতন।)

—ঃ কার্টেন ঃ—

অষ্টম দৃশ্য

(দিল্লী। সূর্যকিরণের বাড়ী। সুসজ্জিত ঘর—কৌচ দিয়ে ঘেরা। এলিস্ হাতে একখানি গীতার ইংরাজী ভাষ্য লইয়া কৌচে বসিয়া আছে। সূর্যকিরণ চুরুট হাতে পায়চারী করিতেছে গম্ভীর ভাবে।)

এলিস্। But I smell some mystery in it.

সূর্যকিরণ। What's that ma ?

এলিস্। Why did you insist me to conceal that I am your mother ?

সূর্যকিরণ। For in that case she wouldn't have responded to your call.

এলিস্। Why ?

সূর্যকিরণ। Why ! (ব্যথিত সুরে) She has a terrible mistrust upon the rich and riches.

এলিস্। Is it ?

সূর্যকিরণ। —And yet she ventures to live in this earth. How funny !

এলিস্। (ঘড়ি দেখিয়া) But she should have arrived by this time.

সূর্যকিরণ। (ঘড়ি দেখিয়া) Yes, she should...but...

(বেল টিপিল, রামের প্রবেশ)

রামদা, ষ্টেশনে লোক পাঠিয়েছ তো ?

রাম। হ্যাঁ, পাঠিয়েছি বাবা পাঠিয়েছি—এক কথা কতবার জিজ্ঞেস্ করতে হয়।

সূর্যকিরণ। পৌঁছলেই—এ ঘরে সোজা নিয়ে আসবে কিন্তু।

বাম। সে আমি চাপরাসীকে ব'লে রেখেছি। (প্রস্থান)

এলিস্। Keeran, has she really left for Delhi ?

সূর্যকিরণ। Yes, ma. She left and then I got in the plane (খানিকক্ষণ পায়চারী করিতে লাগিল এলিস্ তাহা লক্ষ্য করিল)

এলিস্। So I'm glad to see that you have changed your mind.

সূর্যকিরণ। How's that ?

এলিস্। You must have lately developed some faith in God and religion

সূর্যকিরণ। What ! I hate it all the more,-(অৰ্দ্ধস্বগতঃ) but for the lady—so magnanimous and yet so insensible !

(অন্য দিক দিয়া একজন চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপরাসী। সা'ব, ওয়েটিং রুমমে তিন সা'ব আপকা ইন্‌তজারমে বৈঠে হ্যাঁ—

সূর্যকিরণ। (ঘড়ি দেখিয়া বিরক্তির সঙ্গে) নিয়ে এসো তাদের।

(চাপরাসীর প্রস্থান)

Mother, please withdraw for few minutes. Let me finish the business with 'em. I think the train is late.

এলিস্। [রাগতঃ] Oh, this your business ! Terrible ! I'm tired with it. I can't have a little time to talk to my son.

What a wretchedness !! I've been drifting in the flood of your work and money—work and money.

সূর্যকিরণ। Don't worry, mother. I'm here with you for some days, mind you.

এলিস্। Well, send for me the moment she comes. I seem to be curiously drawn towards her. [প্রস্থান]

(সূর্যকিরণ পায়চারী করিতে লাগিল। মাধুরীর প্রবেশ—
মুখে চোখে ক্লিষ্টতার ছাপ।

মাধুরী। [বিস্ময়াকুল] আপনি !!

সূর্যকিরণ। এঁ্যা···হ্যাঁ ·····আমি কিন্তু একি ! আপনি কি অসুস্থ ? বসুন··

মাধুরী। কিন্তু আপনি এখানে······

সূর্যকিরণ। আমি এখানে· মানে· আমিই তো এখানে·

মাধুরী। আপনি বাহু হ'য়ে এসেছেন আমার জীবনে·· আমি ভাবতে পারছিনা যে ·····

সূর্যকিরণ। না—না আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কেন— আর কি জন্যে ··

মাধুরী। থাক্ আপনাকে আর—

(ইত্যবসরে তিনজন লোক অন্য দিক দিয়া ঢুকিয়া পড়িল—
একজন মাদ্রাজী, একজন বাঙ্গালী, একজন মাড়োয়ারী।
প্রত্যেকেরই পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়া বোঝা যায়
যে তাহারা খুব বড় ব্যবসায়ী।)

বাংগালী। Hallo, Mr. Rudra, How do you do ? আমরা সেই থেকে অপেক্ষা করছি।

সূর্যকিরণ। I'm sorry.

বাংগালী। (মাধুরীকে দেখাইয়া) কিন্তু ইনি? এর পরিচয়টা তো এখনো…

মাড়োয়ারী। (বিপুলায়তন গোঁপে অংগুলি সঞ্চালন করিয়া চোখে কুৎসিত দৃষ্টি তুলিয়া) স্যায়দ্…

(সূর্যকিরণের মনে হইল পৃথিবীতে এমন একটা কথা নাই যাহা বলিয়া সে এই জটিল পরিস্থিতিকে সহজ করিয়া আনিতে পারে।)

সূর্যকিরণ। Ah…I mean.. She is. I mean . I mean.. she is my betrothed—

সকলে। Is it ? How nice ! Congratulations.

বাংগালী। যাক্ আপনি তা হ'লে বিয়ে ক'রছেন।

(মাধুরী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল কোনমতে কৌচে বসিয়া দুইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।)

সূর্যকিরণ। Well, she's indisposed—she should have rest.

বাংগালী। নিশ্চয়ই…নিশ্চয়ই…তাহলে এখন ববং আমরা—

(বলিতে বলিতে অপ্রস্তুতভাবে প্রস্থান)

সূর্যকিরণ। (থতমত ভাবে) আপনি অসুস্থ—আমি এখখুনি…

(বেল টিপিল। রামের প্রবেশ…ইসারায় এলিস্‌কে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া।)

আমি এখুনি ডাক্তার ডাকছি…আপনি চিন্তিত…

(ফোন ধরিতে গেল।)

মাধুরী। ধন্যবাদ…ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। (রূঢ় কণ্ঠে।

(এলিস্-এর প্রবেশ।)

এলিস্। Oooh...She's come...She's come.
(মাধুরীকে দেখিয়া) What's the wrong Keeran ?

সূর্যকিরণ। She seems to be sick, mother.

(মাধুরী মুখ তুলিয়া চাহিল সূর্যকিরণের দিকে। এলিস্ আগাইয়া আসিল মাধুরীর দিকে।)

এলিস্। Come, my dear young lady. I'll make you alright.. (হাত বাড়াইল—মাধুরী উঠিবার চেষ্টা করিল।) No, no, be seated please. You are weak. How charming ! I don't remember having seen such beauty in my life. (হাত ধরিল।)

সূর্যকিরণ। Mother, please attend to her, she's a very honourable guest. (প্রস্থানোদ্যত।)

এলিস্। Keeran, for heaven's sake don't teach me hospitality.

সূর্যকিরণ। Excuse me...I don't mean ..I don't mean... [বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

মাধুরী। [বিভ্রান্ত সুরে] So you are...

এলিস্। No, no, I understand Bengali, but unfortunately can't speak.

মাধুরী। আপনি তাহ'লে সূর্যকিরণবাবুর মা ?

এলিস্। [সগর্বে] Yes, you are right, my child...

মাধুরী। তাহ'লে...তাহ'লে এ সব...ষড়যন্ত্র...conspiracy !

এলিস্। Conspiracy! Conspiracy on what!

মাধুরী। আমাকে এখানে এইভাবে সাহায্যেব আশ্বাস দিয়ে আনা ··

এলিস্। No, no dear, I am not untrue My letter spoke no lie. I arranged for all what I promised in my letter. Please don't take me amiss

মাধুবী আপনি হয়ত জানেন না—যে এব পেছনে সূর্যকিরণ বাবুব কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি যে পবিচয়—

মাইক। [একটানা অস্ফুট উক্তি] She is my betrothed ...betrothed...betrothed...

মাধুবী (চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় কোন গভীরে নাড়া লাগিয়াছে। কোন এক অদৃশ্য অশুচি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ক্রমশঃই নিজেকে যেন সংকুচিত করিতে লাগিল ও ক্ষীণ কর তুলিয়া বাধা দিবার নিমিত্ত প্রলাপ জড়িত কণ্ঠে) না—না —না—(আস্তে আস্তে সমস্ত দেহ তাহার শিথিল হইয়া আসিল এবং চক্ষু মুদিয়া কৌচে এলাইয়া পড়িল।)

এলিস্। [থতমত খাইয়া] Why! what! my child! Come on [হাত বাড়াইল] Madhuri!
(গায়ে হাত দিয়া ভীত চকিত কণ্ঠে আর্তনাদ করিবা উঠিল)
Keeran—look, she faints—she faints—

-ঃ কার্টেন ঃ—

নবম দৃশ্য

[দিল্লী। সূর্যকিরণের বাড়ীর আর একখানি ঘর। খানকয়েক কৌচ কেতাদুরস্তভাবে সাজানো। এক পাশে একটি স্পীকোফোন। পাশে পাশে ছোট ছোট প্রস্তরমূর্তি। ঐশ্বর্যের নানা উপকরণ। ডাক্তার বসিয়া আছে। সূর্যকিরণ চিন্তাকুলভাবে পদচারণা করিতেছে ও অনর্গল চুরুট টানিয়া যাইতেছে।]

বাচস্পতি। আপনি অত উতলা হবেন না, মিঃ রুদ্র।

সূর্যকিরণ। এ্যাঁ, হ্যাঁ—না, মানে—কেন যে উতলা হচ্ছি তা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। মানুষ জন্মালে মরবে—সে বিষয়ে আমি নির্ভীক দ্রষ্টা, কিন্তু ·· কিন্তু····· ··

বাচস্পতি। কিন্তু, কি? আপনি আমায় লুকোবেন না। আমাকে সব জানতে দিন—তাহ'লে চিকিৎসা করা সহজ হবে। এ রোগ তো মানসিক—তাই রোগীর পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো ডাক্তার হিসেবে আমার জানা দরকার।

সূর্যকিরণ। (সচকিত হইয়া) Surely, ডাঃ বাচস্পতি, আপনাকে সবই বলা দরকার। (ক্ষণপরে) আমার আশংকা, আমার বাড়ীতে ঐ মহিলাটি যদি মারা যান্—লোকে মনে করবে যে আমি ওঁকে মেরে ফেলেছি।

বাচস্পতি। কেন?

সূর্যকিরণ। (বসিয়া) বাংলাদেশে নন্দনপুর ব'লে একটি জায়গায় আমি একটা কারখানা গ'ড়ে তুলছি—perhaps you know that.

বাচস্পতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেতো জানি।

সূর্যকিরণ। জায়গাটায় একটা আশ্রম ছিল--বহু বছর কর বাকি প'ড়ে সেটা নীলামে ওঠে। আমি সে জায়গাটা কিনে নিয়ে কারখানা তৈরী করতে সুরু করি। Inspection এ গিয়ে আমি কী দেখলুম জানেন ডাঃ বাচস্পতি! (কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর)

বাচস্পতি। কি?

সূর্যকিরণ। What a fun! দলে দলে মেয়েপুরুষ গৈরিকবসন প'রে কোন এক বিরাট সত্তাকে জানার অজুহাতে মহাউল্লাসে পরম নিস্ফলতায় দিন কাটাচ্ছে—দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি ডাঃ বাচস্পতি। আর আপনার এই patient সেই আশ্রমের পরিচালিকা।

বাচস্পতি। (কৌতূহলাবিষ্ট) Is it? তারপর?

সূর্যকিরণ। আমি সমাজ সংস্কারক নই। তবু ঘটনাচক্রে যখন অমনি একটা পরিবেশে পড়ে গেলাম, তখন চুপ করে থাকতে আমি পারিনি। আমি আজকের দুনিয়ার রূপটা ওদের কাছে পরিবেশন ক'রতে চেয়েছিলাম। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে—ওতে কোন সত্যতা নেই, সার্থকতা নেই, ওটা জীবনের সাধনা নয়—শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা—মৃত্যুর সাধনা।

বাচস্পতি। (সহাস্যে) আপনার মত সবাই নাও মেনে নিতে পারে, মিঃ রুদ্র।

সূর্যকিরণ। এ শুধু আমার মত নয়, এ সত্য—বাস্তব সত্য—যা বোঝাতে গিয়ে এমনি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি পরিচালিকাকে ব'লেছিলাম যে, কিছু-না-পাওয়ার ব্যর্থতাকে ভুলে থাকবার জন্যে—এই দেশের মানুষগুলো গীতার আবরণে মুখ লুকিয়ে গোপনে কাঁদে—সান্ত্বনা খোঁজে,—সেটা জয়ের পথ নয়, পরাজয়ের পথ—পলায়নের পথ। সত্যিকারের চাহিদার পথ খুঁজে পেলে ওরা ঐ গৈরিক খোলস আর গীতার আচ্ছাদনকে নিতান্ত অবহেলায় ফেলে দিয়ে জীবনকে আস্বাদ করার জন্যে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠবে।

বাচস্পতি। এইটাই কি আঘাতের কারণ ?

সূর্যকিরণ। ঠিক জানি না। আমি ধৈর্য হারিয়ে আমার সেক্রেটারীকে অর্ডার দিলাম—যে আশ্রমে যত লোক আছে, সবাইকে ভাল মাইনে দিয়ে কারখানার কাযে বহাল করে নাও। কারণ, আমি জানি সংগ্রাম-বহুল জীবনে সংগ্রাম করবার শক্তি আর সাহস ওদের নেই ব'লেই ওরা ঐ পথ বেছে নিয়েছে। বিনা-সংগ্রামে আসল চাহিদা হাতের কাছে পেলে ওদের নিষ্ঠার ভাণ নিমেষে হাওয়ায় মিলে যাবে। (পায়চারী করিতে করিতে) And you'll be amused to know, Dr. Bachaspati—হালদার তার করেছে, যে আশ্রমের সমস্ত লোক কারখানায় recruited হয়েছে।

বাচস্পতি। (আশ্চর্যন্বিত হইয়া) এঁ্যা, সেকি !!

সূর্যকিরণ। আশ্চর্য হবেন না, এইটাই স্বাভাবিক। আরো শুনুন—হালদার ঐ আশ্রমেরই একজন বিধবা সন্ন্যাসিনীকে বিয়ে ক'রেছে—আর আমি বিশ্বাস করি, ঐ বিধবা রমনী সাগ্রহে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। হালদার আজ এসে পৌছবে দিল্লীতে—(ঘড়ি দেখিয়া) হয়ত আসবার সময়ও হ'য়ে এসেছে—

(রামের প্রবেশ)

বাচস্পতি। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, রামের প্রতি) কি খবর? এখনো কি অজ্ঞান হ'য়ে আছেন।

রাম। না, আপনারা বেরিয়ে আসবার একটু পরেই হঠাৎ হুড়মুড় উঠে বসেছিলেন, "আমি কোথায়" "এটা কার বাড়ী" এই সব জিগেস করতে লাগলেন—

সূর্যকিরণ। তারপর!

রাম। যেই শুনলেন যে সূর্যকিরণের বাড়ী অমনি উঠে চলে যাবেন—কিছুতেই কি স্থির থাকতে চান! নার্স আর আমি নাস্তানাবুদ হয়ে গেছি তাঁকে শান্ত করতে।

(সূর্যকিরণ পায়চারী করিতে লাগিল। মুখচোখে ব্যথার ছাপ।)

বাচস্পতি। তারপর তুমি কি করলে?

রাম। আমি হাতে পায়ে ধরে তাকে বোঝাতে লাগলুম অনেক কথা ব'লে—একটু অন্যমনস্ক হ'তেই হঠাৎ কেমন ঝিমিয়ে পড়লেন। আঃ, মা আমার যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—কোথায় যেন বড় ব্যথা পেয়েছেন, কিরণ, উনি বোধ হয় কিছুতে বড় ব্যথা পেয়েছেন।

সূর্যকিরণ। (অন্যমনস্কসুরে) কিন্তু, আমিতো রামদা—

বাচস্পতি। ঐ ওষুধটা খাওয়ানো হয়েছে ?

রাম। হ্যাঁ, অনেক কষ্টে। এখন ঘুমুচ্ছেন। নার্স রয়েছে।

সূর্যকিরণ। মা কোথায় রামদা ?

রাম। তাঁকে আমি বিশ্রাম নেবার জন্যে জোর করে তুলে দিয়েছি। সারারাত কাল জেগেছেন রোগীর পাশে বসে। শেষকালে আবার উনিও অসুস্থ হ'য়ে পড়লে মহা মুস্কিল তাই—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

বাচস্পতি। মিঃ রুদ্র আজকের দুনিয়ায় আপনার কথাকে মেনে না নিয়ে যেমন উপায় নেই—ঠিক তেমনি এই পরিচালিকার নিষ্ঠাকে অশ্রদ্ধা করাও যায় না—তাই বোধ হয় এই সংঘাত।

সূর্যকিরণ। ওর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আমায় স্তব্ধ করে দিয়েছে। তবু আমি বলবো—এক প্রবল মানসিক বিকার ওঁকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে। আমি চেয়েছিলাম ঐ অক্টোপাশের বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলতে। (আক্ষেপের সুরে) কিন্তু কোন ভ্রান্ত বিলাসের আশ্বাসে উনি ঐ মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছেন—এইটাই আমি কিছুতে বোঝাতে পারলুম না। ডাক্তার, কী জানি কেন আমি নন্দনপুর থেকে মাকে লিখলাম ঐ আশ্রমের কথা, আশ্রমের পরিচালিকার কথা। জানতাম, মা ওকে ডেকে পাঠাবেন সাহায্য করার জন্যে—যেমন তিনি করে থাকেন সময় কাটানোর

জন্যে। সেই ডাকে উনি এসেছেন এখানে। এখন এখানে যদি মারা যান—

বাচস্পতি। অতদূর ভেবে আকুল হচ্ছেন কেন? চেষ্টা ক'রে দেখা যাক—

(বেয়ারার প্রবেশ, সেলাম করিয়া সূর্যকিরণকে কার্ড দিল।)

সূর্যকিরণ। ভেতরে নিয়ে এসো। (বেয়ারার প্রস্থান)

(ডাক্তারের প্রতি) হালদার এসেছে।

বাচস্পতি। আচ্ছা, আমি তা'হলে উঠি। রোগী এখন যত ঘুমুবে ততই ভাল—ব্রেনকে বিশ্রাম দিতে হ'বে— তাই ঘুমটা খুব দরকার। চলি।

সূর্যকিরণ। আসুন। (ডাক্তারের প্রস্থান)

(নির্বাপিত চুরুটটি ধরাইয়া স্পীকোফোনের বোতাম টিপিল)

Office

স্পীকোফোন। Yes sir

সূর্যকিরণ। If any body comes to see me today, tell him I'm indisposed

স্পীকোফোন। Alright sir.

সূর্যকিরণ। And inform mother Mr. & Mrs. Halder have come from Nandanpur this morning They are guests here

স্পীকোফোন। Alright sir

(হালদার ও সুমিতার প্রবেশ। সুমিতার পরিচ্ছদে সদ্যবিবাহিতার পারিপাট্য)

হালদার। Good morning, sir.

সূর্যকিরণ। Morning. (সৌজন্যের সহিত) আসুন মিসেস্ হালদার—

হালদার। সুমিতা, প্রণাম কর। আশীর্বাদ করুন, স্যার।

(সুমিতা প্রণাম করিতে গেল)

সূর্যকিরণ। (বাধা দিয়া) না, না, প্রণাম ক'রবেন না। আমি কখনো কাউকে প্রণাম করি না। কারো পায়ের কাছে মাথা নত করায় বশ্যতা আছে—তোষণ আছে—শ্রদ্ধা নেই। আপনি বসুন। হালদার, be seated please

সুমিতা। মাধুরীদি এখানে আছেন·

সূর্যকিরণ। হ্যাঁ।

সুমিতা। আমি একটু তার সঙ্গে দেখা ক'রবো।

সূর্যকিরণ। নিশ্চয়ই কিন্তু এখনই নয়। তিনি খুব অসুস্থ।

সুমিতা। অসুস্থ। কী হয়েছে তার ?

সূর্যকিরণ। কি অসুখ ? (একটু থমকিয়া) জানতে পারবেন সব আস্তে আস্তে।

সুমিতা। ও আচ্ছা কিন্তু কে আপনি তো আমায় আশীর্বাদ করলেন না ? আর —আমায় 'আপনি' আপনি' কেন বলছেন ?

সূর্যকিরণ। Exactly, I shouldn t তোমাকে আশীর্বাদ ক'রতে গিয়ে দেখলাম তুমি শ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠেছ। তুমি সংস্কারের ফাঁস গলায় পরিয়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে তিলে তিলে মারা না গিয়ে—জীবনের পথে নির্ভয়ে পা বাড়িয়েছ—এতে, এতে আমি সত্যিই আনন্দিত। এই-তো তোমার জীবনের সার্থকতা।

হালদার। এই প্রসঙ্গে তা'হলে একটা কথা জিগেস্ করতে পারি স্যার, যদি কিছু মনে না করেন—

সূর্যকিরণ। What's that ?

হালদার। আপনি—মানে, আপনি তা'হলে বিয়ে করেননি কেন ?

সূর্যকিরণ। (সদর্পে) আমি যদি কখনো অনুভব ক'রতাম যে বিয়ে করায় আমার কোন বাধা আছে—তা'হলে সব প্রথমই আমি বিয়ে করতাম। কিন্তু সুমিতার পক্ষে বিয়ে করায় ছিল প্রবল বাধা কারণ ও ছিল বিধবা। তাই এই বিয়েতে ওর শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। By the way

সুমিত ঘরের চতুষ্পার্শ্বের আসবাবপত্র প্রস্তরমূর্তি ইত্যাদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল—যেন কখনো জীবনে এত ঐশ্বর্যের সমারোহ সে দেখে নাই।

হালদার। বলুন স্যার

সূর্যকিরণ। আশ্রমের সমস্ত লোক

হালদার। আজ্ঞে হ্যাঁ, (সহাস্যে) সব্বাইকে, স্যার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

সূর্যকিরণ এই তিন চার দিনের ভেতর ওদের এত বছরের নিষ্ঠা—এত বড় আদর্শ-সংকল্প—(বিদ্রূপাত্মক সুরে) সব ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল।

হালদার। (তোষামোদের হাসিতে) আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

সূর্যকিরণ। (উত্তেজিত কণ্ঠে) হালদার

হালদার। Yes sir

সূর্যকিরণ। বেলুন দেখেছ ? আকাশে উড়ে বেড়ায়—শূণ্যগর্ভ। একটা ছুঁচের আঘাত নিমেষে চুপসে দিয়ে তাকে মাটির পৃথিবীতে টেনে আনে (অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ। Any way—হালদার, তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

হালদার। আজ্ঞে, সে আপনার আশীর্বাদ।

সূর্যকিরণ। (কতকটা আত্মগত সুরে) এই ওদের সংকল্প—সংকল্প! জানো হালদার, এই পৃথিবী চিরদিনই বস্তুবাদী। একদল মানুষ—বুঝলে হালদার—স্বার্থান্ধ মানুষ কিছু রং-এর প্রলেপ বুলিয়ে অধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে—সবল মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রেছে। উদ্দেশ্য কি জানো? শুধু শোষণ করা।

হালদার। স্যার, আমি ঠিক আজো বুঝলাম না—যে আপনি নিজে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ--যারা মানুষকে শোষণ করে, অথচ আপনার মুখে এই সব—

সূর্যকিরণ। —আজকের দুনিয়ায় অগনিত অর্থ উপার্জন করা এক প্রচণ্ড শক্তিমত্তা। আমার শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। তাই আমি ধনী। আর সেই জন্যেই আমি জানি ধনিকরা মানুষের কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করে। মানুষ তার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করে না বলে দৈব বিশ্বাস করে—অদৃষ্ট বিশ্বাস করে—ভগবান বিশ্বাস করে। সুস্থ জীবনযাত্রার আকাংখা ক'রে পায় না বলে—পরজন্মে বিশ্বাস করে। আমি চাই মানুষ আত্মবিশ্বাসী হোক্। যদি প্রয়োজন হয় বিদ্রোহী হোক্—শোষণ যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব আনুক--

হালদার। কী বলছেন স্যার! (হতচকিত হইয়া)

সূর্যকিরণ। তবে হ্যাঁ, তারা যদি তাই করে তাদের আমি বাধা দেব—আমার সর্বশেষ শক্তি দিয়ে। আমি সেই

ধরণের সৈনিক যারা নিশ্চিহ্ন হতে জানে—কিন্তু পরাজয় জানে না। আর নিশ্চিহ্ন হবার আগে এইটুকুই আমার আনন্দ থাকবে—যে মানুষ ঠিক পথে চলেছে—

হালদার। (প্রসংগ পরিবর্তন কল্লে) আপনাকে বলা হয়নি, স্যার, আশ্রমের ঐ বাড়ী দুটোয় অফিস shift করা হয়ে গেছে।

সূর্যকিরণ। (নিরুৎসুক ভাব) এ্যাঁ!

হালদার। আশ্রমের বাড়ীতে আমাদের অফিস বসিয়েছি।

সূর্যকিরণ। (অনাসক্ত কণ্ঠে) Bravo, Halder, your future is bright.

হালদার। কিন্তু, সুরদাস—

সূর্যকিরণ। Who is he ?

হালদার। ঐ যে আশ্রমে যিনি গান গাইতেন—

সুমিতা। হ্যাঁ, সুরদাস তার তানপুরাটা নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে।

সূর্যকিরণ। I see (অকস্মাৎ) জানো হালদার, এক ধরণের মানুষ পৃথিবীতে কখনো কখনো এসেছে—তারা superman কিনা I don't pretend to know. কিন্তু তারা এক জন্মগত বৈরাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাদের বক্তব্য অস্পষ্ট—ঝাপ্সা—ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যারা তাদের অনুকরণ করে তারা ভণ্ড—নিজেদের ফাঁকি দেয়—পরকে ফাঁকি দেয়—

(মৃতকল্প অবস্থায় ও নিতান্তই বিপ্রস্তভাবে মাধুরী প্রবেশ করিল—এবং ক্ষীণ ও কম্পমান হস্তে নিকটবর্তী কৌচটি ধরিয়া কোন মতে দাঁড়াইল। পশ্চাতে একজন নার্স)

মাধুরী। —না, আমি যাবো—

সুমিতা। মাধুরীদি !

(নার্স ত্রস্তভাবে মাধুরীকে ধরিয়া কৌচে বসাইয়া দিল)

সূর্যকিরণ। (সচকিত হইয়া) এ্যাঁ ! (নার্সের প্রতি) Inform the doctor at once. (নার্সের দ্রুত প্রস্থান)

সুমিতা। মাধুরীদি ! এ কী চেহারা হয়েছে তোমার—

(ছুটিয়া কাছে গেল)

মাধুরী। কে ! তুমি !! সুমিতা !!!

(আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সূর্যকিরণ ও হালদার স্থানুর মত দাঁড়াইয়া রহিল।)

সুমিতা। (সবল কণ্ঠে) হ্যাঁ, আমি। আমায় আশীর্বাদ কর মাধুরীদি— (প্রণাম করিতে গেল)

মাধুরী। [বাধা দিয়া] না, না [একটু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল] না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না—[সন্ত্রস্ত হইল]

সুমিতা। মাধুরীদি, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু, কিন্তু আমি জানি, আমি কোন অন্যায় করিনি—এ বিশ্বাস আমার এসেছে—এই-ই তো স্বাভাবিক জীবন—

মাধুরী। থাক্ —তোমার কাছে আপ্তি বাণী শুনতে চাই না। [রুদ্রকে রুদ্ধ কণ্ঠে] সূর্যকিরণবাবু—

সূর্যকিরণ। বলুন।

সুমিতা। মাধুবীদি, তুমি তো জানো না—আশ্রমেব সবাই চাক্‌রী নিয়ে চ'লে গেল—তখন উনি এসে—

মাধুবী। [ক্ষীণ কণ্ঠে] আমাব কাছে জবাবদিহি কবাব তো কোন দরকাব নেই, ভাই—তুমি যেতে পারো।

হালদাব। [ব্যস্ত সমস্ত হইয়া] এসো, সুমিতা, উনি খুব অসুস্থ।

[সুমিতা ক্ষুব্ধ হইয়া মাধুবীর দিকে শেষবার করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হালদাবেব সহিত প্রস্থান করিল]

মাধুবী। [রুদ্রকে] এই-ই আপনি চেয়েছিলেন, না? আব তাই এই ষড়যন্ত্র—

সূর্যকিবণ। ষড়যন্ত্র? আপনি ঠিক·· ···

মাধুবী। থাক্—আমি ঠিকই বুঝেছি। আপনি আপনার ব্যবসায়ী চালে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমাব অবর্তমানেব সুযোগ নিয়ে আপনি আমার—আমাব আশ্রমেব পবিত্রতা কলুষিত ক'রেছেন। আপনি·· ··আপনি· ·আপনি একটি শয়তান—

[দৈহিক দুর্বলতা ও ক্রোধের অভিব্যক্তি]

সূর্যকিবণ। শয়তান! সত্যিই যদি শয়তান হ'তে পারতাম তবে—নিজেকে ধন্য মনে ক'রতাম। শয়তান মানুষের দুঃখ বোঝে কিন্তু আপনার ভগবান নির্বিকার—তাই পাথরকে মানুষ তার প্রতীক ক'রেছে।

মাধুরী। ভগবানের বিশ্লেষণ আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইনা।

সূর্যকিরণ। বিশ্লেষণ আমি ক'রতে চাইনা—আপনি খুব দুর্বল—অধীর হবেন না ' ···আপনি একটু শান্ত হোন—

মাধুরী। থাক্—আর অনুগ্রহের দরকার নেই। চ'লে যাবার আগে আমি জানতে চাই—আমাকে এমনি ক'রে অসম্মান করার আপনার কী অধিকাব আছে ?

সূর্যকিরণ। আপনাকে অসম্মান করেছি !!!

মাধুরী। আপনার ঐ ব্যবসাদার বন্ধুদেব কাছে– কেন—কেন ঐ মিথ্যে পবিচয় দিলেন ?

সূর্যকিবণ। মিথ্যে ! শুনুন·· ·· আমাব ড্রয়িংরুমে একজন অনাত্মীয়ার যে কোন পবিচয়ই দিই না কেন—ওদের মত মানুষ সেটা যে কী অর্থে নেবে তা আপনি জানেন না ··কিন্তু আমি জানি ·আব তা জানি বলেই··· যা ব'লেছি তা না ব'লে অন্য কিছু ব'লে আপনার অসম্মান ক'রতে চাইনি। তবু যদি আপনি অপমান বোধ ক'রে থাকেন—তবে ক্ষমা চাইতে আমি বাধ্য কারণ ঘটনাচক্রে আজ আপনি আমারই অতিথি।

মাধুরী। আপনাব যুক্তিব অভাব হয় না জানি। কিন্তু আমার বুঝতে বাকী নেই –কেন আপনি এখানে·· ···

সূর্যকিরণ। না—আপনি ভুল বুঝেছেন। যে বয়েসে মানুষ বিয়ের বাসনায় আত্মহারা হয়—সে বয়সটা কখন আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। তাই আজ যৌবনের

সায়াহ্নে তেমনি কোন বৃত্তির বশে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি—এ আপনার ভুল ধারণা। তবু, তবু এ কথা ঠিক—আপনার যে মিথ্যা পরিচয় ওদের আমি দিয়ে ফেলেছি তাকে তাকে সত্যে রূপায়িত করায় আপনার সম্মতি থাকলে আমি সাগ্রহে—

মাধুরী। চুপ করুন—আপনি চুপ করুন ··· আমি ··· আর কথা ··· কইতে পারছি না ··· আমি যাবো··· ··· আমি যাবো

উঠিয়া দাঁড়াইতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল—সূর্যকিরণ দুইহাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও লম্বা কৌচে শোয়াইয়া দিল। সূর্যকিরণ শশব্যস্ত হইয়া 'ডাক্তার' 'ডাক্তার' বলিয়া ফোন করিতে যাইবে—মাধুরী হাত ইসারায় মানা করিল

মাধুরী। (খানিকক্ষণ বাদে চরম অবসাদের সুরে) কিন্তু এ আপনি কী করলেন ··· আমার আশ্রম ··· আমার আদর্শ ··· আমার সাধনা ···

সূর্যকিরণ। আজকের দুনিয়ায় আমি তাদের কল্যাণই করেছি—বিশ্বাস করুন—মনে মনে তারা যা চায় তাই তাদের হাতে তুলে দিয়েছি, যা পেতে সংগ্রাম করতে হয়, বিনা সংগ্রামে তাদের তাই দিয়েছি—শুধু আপনার ভুল ভাঙ্গাতে— (খুব দরদী কণ্ঠে)

মাধুরী। তবে কি···তবে কি···সবই ভুল···ভুল !!

(মাধুরীর হাতখানি অবশ হইয়া এমন ভাবে পড়িয়া গেল—
যাহাতে স্পষ্ট সংকেত রহিয়াছে যে সে মৃত্যুর
ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।)

সূর্যকিরণ। এ্যা—

(নতজানু হইয়া প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল—গভীর অন্ত-
র্বেদনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে·· যাহার
প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহার মুখে।
হাতখানি বাড়াইল আবার পরমুহূর্তে
সংকুচিত হইয়া ফিরিয়া
আসিল।)

ঃ যবনিকা ঃ—